Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামের আলোকে দাম্পত্যজীবন

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছাঃ হাসিয়ারা খাতুন

রোলঃ 228020214

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামের আলোকে দাম্পত্যজীবন

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছাঃ হাসিয়ারা খাতুন

রোলঃ 228020214

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলামের আলোকে দাম্পত্যজীবন " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোছাঃ হাসিয়ারা খাতুন, আইডিঃ 228020214 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামের আলোকে দাম্পত্যজীবন " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: মুজিবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

হাসিয়ারা

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

মোছাঃ হাসিয়ারা খাতুন

আইডিঃ 228020214

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকাঃ 5
দাম্পত্য জীবনঃ 6
প্রকৃত সুখঃ 8
আল্লাহর স্মরণেই আসে হৃদয়ের প্রশান্তিঃ 8
বিয়ের উদ্দেশ্য ও নিয়তঃ 9
পাত্র-পাত্রী নির্বাচনঃ 10
পাত্রের ক্ষেত্রেঃ 11
মানবিক চাহিদাকে উপেক্ষা না করাঃ 14
স্বামীর হকঃ 15
স্ত্রীর সঙ্গে আচরণঃ 16
স্বামীর সঙ্গে আচরণঃ 17
স্বামী দায়িত্বশীলঃ 18
স্বামীর আত্মমর্যাদাঃ 18
সালেহীনের পথ অনুসরণঃ 19
সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলাঃ 20
প্রেমময় পরিবেশঃ 21
নেক বিবি সৌভাগ্যের সিতারাঃ 22
স্বামীর বৈধ আদেশ মান্য করাঃ 23
স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়াঃ 23
পর্দা, মাহরাম- নন মাহরামঃ 24
স্বামীকে না রাগানো এবং রাগের সময় করণীয়ঃ 25
স্বামীর ইজ্জত রক্ষা করাঃ 26

স্বামীর গোপন বিষয়ে গোপনীয়তা রক্ষা করাঃ 27
রাগ করে চলে না যাওয়াঃ..28
স্বামীর ঘর ও সম্পদের হেফাজত করাঃ 28
স্বামীর অনুমতি ব্যতীত নফল রোজা না রাখাঃ 29
গৃহাভ্যন্তরে নারীর সাজসজ্জাঃ 29
মজার মজার খাবার রান্না করাঃ 31
স্বামীর ভুলগুলো এড়িয়ে যাওয়া, তার যত্ন নেওয়াঃ 32
স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দায়িত্বঃ 33
স্ত্রীকে সম্মান করাঃ 34
কালিমাতুত তায়্যিবাঃ..34
লোকের কথা শুনেই বিশ্বাস না করাঃ...35
অবহেলা না করাঃ...36
গিফট বা হাদিয়া দেওয়াঃ 36
আয় বুঝে ব্যয় করাঃ 36
তুলনা না করাঃ 37
আল্লাহর নাফরমানিতে ছাড় না দেওয়াঃ...38
স্ত্রীর সাথে ভালো ব্যবহার করাঃ..40
স্ত্রীকে গালিগালাজ ও প্রহার না করাঃ...41
স্ত্রীর জন্য পরিপাটি থাকা অর্থাৎ পুরুষদের সাজসজ্জা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাঃ 43
সময় দেওয়ার অভ্যাস করতে হবেঃ..47
স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসাঃ..50
স্ত্রীকে কখনো ছেড়ে না যাওয়াঃ 51
স্ত্রীর গোপনীয়তা রক্ষা করাঃ...51
স্ত্রীকে না রাগানোঃ..52

কঠোর আচরণ না করাঃ 52

স্ত্রীর উপর কোন কিছু চাপিয়ে না দেওয়াঃ 53

বোঝাপড়া থাকতে হবেঃ 57

আল্লাহর আনুগত্যে সাহায্য করাঃ 57

ভুল ত্রুটি ভুলে যাওয়াঃ 58

উপসংহারঃ..61

যেসব কিছুর সাহায্য নেওয়া হয়েছেঃ..62

ভূমিকাঃ

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান।এখানে ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক জীবনসহ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন সম্পর্কিত সবকিছুর সমাধান রয়েছে।দৈনন্দিন জীবনের এমন কিছু নেই যা সম্পর্কে ইসলাম বর্ণনা করে নি।ইহকাল ও পরকাল সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছে মানুষকে সচেতন করার জন্য।মানবজীবনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামত হলো দাম্পত্য জীবন।দাম্পত্য জীবনের মাধ্যমেই মানুষ লাভ করে প্রশান্তি।
আল্লাহ বলেন,

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

অর্থঃ
(মুফতী তাকী উসমানী)
তাঁর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য হতে স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে গিয়ে শান্তি লাভ কর এবং তিনি তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই এর ভেতর নিদর্শন আছে সেই সব লোকের জন্য, যারা চিন্তা-ভাবনা করে।
(সুরা আর রুম:২১)

এই দাম্পত্য জীবন মানুষের জীবনকে করে তোলে সুখময়,শান্তিময়,সুশৃঙ্খল ও সাফল্যময়।মানুষের অস্থির জীবনকে করে তোলে স্থির।মানুষের প্রকৃতিগত স্বভাব হচ্ছে নারী পুরুষের প্রতি এবং পুরুষ নারীর প্রতি আকর্ষন অনুভব করা।এজন্য আল্লাহ তায়ালা বিবাহের ব্যবস্থা করেছেন যাতে মানুষ প্রশান্তি লাভ করতে পারে,এবং বংশের ধারা অব্যাহত রাখতে পারে।যদি বিবাহের ব্যবস্থা না থাকতো তাহলে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তো অবাধ ও নিয়ন্ত্রণহীন যৌনাচার।তখন মানুষ হিংস্র পশুর ন্যায় হয়ে যেতো এবং মানবজীবন ও বংশধারা ধ্বংস হয়ে পড়তো। বিবাহের মাধ্যমেই শুরু হয় দাম্পত্য জীবন।ইসলাম দাম্পত্য জীবন সম্পর্কেও বর্ণনা করেছে।দাম্পত্য জীবনে স্বামী স্ত্রীর অধিকার,তাদের কর্তব্য,তাদের সম্মান,মর্যাদা, কী করা উচিৎ, কী করা উচিৎ না ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে ইসলাম আলোচনা করেছে।ইসলামের এসব বিধিবিধান যদি দাম্পত্য জীবনে মেনে চলা হয় তাহলে সে দাম্পত্য জীবন হবে সুখী ও প্রশান্তিময়।পাওয়া যাবে ইহকাল ও পরকালীন শান্তি ও সাফল্য।কিন্তু আজকাল মানুষ ইসলামের নিয়ম কানুন না

মেনে তারা বিবাহের ক্ষেত্রে ও দাম্পত্য জীবনে নানা ধরণের কুসংস্কার ও মানুষের তৈরি নিয়ম কানুন মেনে চলে যা মানব সমাজে প্রচলিত।বিবাহের সময় মানুষ অনেক টাকা পয়সা খরচ করে,ভুরিভোজ করে,দাওয়াত দেওয়া, না দেওয়া,কখন কোথায় কী অনুষ্ঠান করতে হবে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সিরিয়াস থাকে।এজন্য গরীবের জন্য বিবাহ তো দূরে থাক,ধনীর জন্যও বিবাহ কঠিন হয়ে গেছে।মেয়ে সন্তান জন্ম নিলেই মুখ কালো হয়ে যায়।অথচ আল্লাহ তায়ালা বিবাহকে খুবই সহজ করেছেন।সহজ বিবাহের মাধ্যমেই দাম্পত্য জীবন অনেকটা সহজ হয়ে যায়।দাম্পত্য জীবন শুধু ইহকালের জন্য নয় পরকালের সাফল্যের জন্যও জরুরী।ইসলামী শরীয়াহ এই দাম্পত্য জীবন এর জন্য অনেক বিধিবিধান দিয়েছে।সেগুলো মেনে না চলার জন্যই আজকাল ঘরে ঘরে দেখা যায় দাম্পত্য জীবনে অশান্তি।ঘরে ঘরে দাম্পত্য কলহ,হত্যা,পরকীয়া,বিবাহ বিচ্ছেদ ইত্যাদি যার ফলে দাম্পত্যজীবন বিষময়।এর প্রভাব সন্তানদের উপরও পড়ে।তাদের মানসিক অবস্থা বিপদগ্রস্ত হয়।তাদের উপর বিরুপ প্রভাব পড়ে।অথচ তাদের পাওয়ার কথা ছিল একটি সুখী ও প্রশান্তিময় পরিবার।একমাত্র আল্লাহ তায়ালার ও রসুল(সঃ) এর দেখানো পথ অনুসরণই আমাদের দিবে সুখী ও প্রশান্তিময় দাম্পত্যজীবন।তখন আমরা লাভ করতে পারব ইহকালীন ও পরকালীন সাফল্য ইনশাআল্লাহ।

দাম্পত্য জীবনঃ

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন,

রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলিয়াছেনঃ

যখন বান্দা বিবাহ করিল, নিশ্চয় সে তাহার দ্বীনের অর্ধেক পূর্ণ করিল এবং বাকী অর্ধেক সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় করিবে।

(মিশকাতুল মাসাবিহ:৩০৯৬)

বিবাহের মাধ্যমে দ্বীনের অর্ধেক পূর্ণ হয়।

একজন নারী ও একজন পুরুষ বিবাহের মাধ্যমে দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করে।সেখানে সুখ,দুঃখ,কষ্ট সবই থাকে।এগুলো সহাবস্থান করে।কখনও সুখ,কখনও দুঃখ,কখনও কষ্ট,কখনও শান্তি।দুজনের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সবকিছু পাড়ি দেওয়া যায়।যখন পারস্পরিক সহযোগিতা,প্রীতি - ভালোবাসা না থাকে তখনই এই জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে।তখন জীবন বিষময় হয়ে ওঠে।তখন কোন কিছুই আর ভালো লাগে না।পারস্পরিক সহযোগিতা,সহনশীলতা,সহমর্মিতা,স্নেহ-প্রীতি -ভালোবাসা এবং দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধই একটি দাম্পত্য জীবনকে সুন্দর ও সুখময় করে তোলে।এগুলোর অপর

নামই হচ্ছে দাম্পত্য জীবন যেখানে একজন আরেকজনের জন্য সহনশীল,সহমর্মী,সহযোগী,দায়িত্বশীল, সংশোধনকারী।এখানে একে অপরের প্রতি থাকে কৃতজ্ঞতাবোধ এবং সন্তুষ্টি।দুজনকেই হতে হয় ধৈর্যশীল। এখানে দুজনের প্রতিযোগিতা চলে আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করার জন্য।বিপরীত হলেই শুরু হয় সকল অশান্তি।ব্যর্থ হয়ে যায় ইহকাল ও পরকাল।কারণ দাম্পত্যজীবন শুধু ইহকালের সফলতার জন্যই না,এতে পরকালও জড়িত।দাম্পত্যজীবন একটি ইবাদাত।

রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেনঃ

সমস্ত আদম সন্তানই গুনাহগার। আর উত্তম গুনাহগার হলো তাওবাকারীরা।

(সুনানে ইবনে মাজাহ:৪২৫১)

দাম্পত্য জীবনের মূলনীতি হচ্ছে নিজের ভুল বুঝতে পেরে তা থেকে তাওবা করা এবং শুধরে নেওয়া।একজনের রাগের সময় আরেকজন চুপ থাকা।আমরা মানুষ,আমাদের ভুল হবে এটাই স্বাভাবিক।কিন্তু ভুলের উপর দাঁড়িয়ে থাকা যাবে না,একই ভুল বারবার করা যাবে না।নিজেকে শুধরে নিতে হবে।ইগোকে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না।সঙ্গীকে ভালোবাসার চোখে দেখলে তার গুণগুলো ধরা পড়বে আর যদি ঘৃণার চোখে দেখা হয় তাহলে দোষ ধরা পড়বে।ভালোবাসা দাম্পত্যজীবনে নিয়ে আসে অনাবিল সুখ ও শান্তি।

দাম্পত্যজীবন সুখময় ও সাফল্যময় করার জন্য আল্লাহ তায়ালার বিধান ও আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) এর দেখানো পথ অনুসরণ করতে হবে।ইসলামী শরিয়াতে মানুষের জীবনের সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে।মানবজীবনের সকল দিক এর পাশাপাশি দাম্পত্যজীবন সম্পর্কেও পথনির্দেশ আছে।দাম্পত্যজীবনে কী কী মেনে চলতে হবে,কী কী নিষিদ্ধ,কখন কার সাথে কেমন আচরণ করতে হবে, স্বামী স্ত্রীর হক্ক,দায়িত্ব কর্তব্য,অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে দিকনির্দেশ রয়েছে।আমরা যদি ইসলামী শরিয়াতের এসব বিধান মেনে চলতে পারি অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা ও মহানবী (সঃ) এর দিকনির্দেশনা মেনে চলতে পারি তবেই দাম্পত্যজীবন সুখময় ও সফল হয়ে উঠবে এবং আমরা লাভ করতে পারব শান্তিময় ও কল্যাণময় দাম্পত্যজীবন এবং ইহকালীন ও পরকালীন শান্তি।তাই এখানে সুখময় দাম্পত্যজীবন লাভের কিছু কৌশল ও নিয়ম নিয়ে আলোচনা করা হলো।

প্রকৃত সুখঃ

প্রকৃত সুখ হলো আত্মার শান্তি। যে আত্মাতে থাকবে স্থিরতা, সন্তুষ্টি । সেখানে থাকবে না কোন পেরেশানী। নিজের এবং নিজের সাথে জড়িত মানুষকে আনন্দে ও প্রশান্তিতে রাখতে পারাই হচ্ছে প্রকৃত সুখ। এজন্য পারিবারিক জীবনে সুখী মানুষই প্রকৃত সুখের সন্ধান পায়। কারণ এখানে নিজের সাথে জড়িত থাকে অনেক মানুষ, নিজের মানুষ। তাদেরকে সুখে রাখাই প্রকৃত সুখ। আর পরিবারে সুখ আসার প্রধান মাধ্যম হলো পরিবারে যেন ইমান ও সৎকর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়।

আল্লাহর স্মরণেই আসে হৃদয়ের প্রশান্তিঃ

পারিবারিক সুখের জন্য আল্লাহর যিকির করা জরুরী। আজ আমাদের ঘরে ঘরে আল্লাহর স্মরণ বাদ দিয়ে শয়তানকে স্মরণ করা হয়। ঘরে ঘরে গান বাজনা লেগেই থাকে। অথচ আল্লাহর যিকিরের মাধ্যমেই অন্তর প্রশান্তি লাভ করে, স্থির হয় এবং বিকশিত হয়। আল্লাহর যিকির যে করে না, সে যেন মৃতের মত ।মৃতের জীবনে সুখ কীভাবে আসবে? আল্লাহর যিকিরকারী আল্লাহর যিম্মায় চলে যায়।আর আল্লাহ যার যিম্মাদার তার আর সুখী হতে কোন বাধা নেই।
আল্লাহ বলেন,

اَلَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَتَطۡمَئِنُّ قُلُوۡبُهُمۡ بِذِكۡرِ اللّٰهِ‌ؕ اَلَا بِذِكۡرِ اللّٰهِ تَطۡمَئِنُّ الۡقُلُوۡبُؕ

অর্থঃ
(মুফতী তাকী উসমানী)
এরা সেই সব লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের অন্তর আল্লাহর যিকিরে প্রশান্তি লাভ করে। স্মরণ রেখ, কেবল আল্লাহর যিকিরেই অন্তরে প্রশান্তি হয়।
সূরা আর রা'দ (আয়াত নং - ২৮)

আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া (রহঃ) হতে বর্ণিতঃ
তিনি বলেন, এক অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে আমি ও আমার পিতা আনসার গোত্রীয় আমার শ্বশুরবাড়ি গেলাম। তখন সলাতের ওয়াক্ত হলে তিনি তার পরিবারের একজনকে ডেকে বললেন, এই যে মেয়ে। উযূর জন্যে পানি আনো, যাতে আমি সলাত পড়ে প্রশান্তি লাভ

করতে পারি। বর্ণনাকারী বলেন, তার একথায় আমরা নারাজ হলে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহি 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছিঃ হে বিলাল। আযান দাও, আমরা সলাতের মাধ্যমে প্রশান্তি লাভ করবো।

সুনানে আবু দাউদ:৪৯৮৬

তাই আল্লাহর ইবাদাতেই প্রকৃত প্রশান্তি।স্বামী স্ত্রীকে অবশ্যই আল্লাহর ইবাদাত বন্দেগি করতে হবে যদি তারা প্রকৃত প্রশান্তি লাভ করতে চায়।

বিয়ের উদ্দেশ্য ও নিয়তঃ

কোন কাজের মূল হচ্ছে নিয়ত। নিয়তের মাধ্যমে সাধারণ কোন কাজেও অসাধারণ প্রতিদান পাওয়া যায়। নিয়তটা তাই সঠিক হতে হবে। নিয়তে ভুল থাকলে কাজটি নষ্ট হয়ে যায়। তাই বিয়ের জন্যও সঠিক নিয়ত থাকতে হবে। যেমনঃ রসুলের আদর্শ পালন; লজ্জাস্থান ও দৃষ্টির হেফাজত এর জন্য।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যারা শাদী করার সামর্থ্য রাখে, তারা যেন শাদী করে। কেননা, শাদী তার দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং যৌনতাকে সংযমী করে এবং যাদের শাদী করার সামর্থ্য নেই, সে যেন রোযা পালন করে। কেননা, রোযা তার যৌনতাকে দমন করবে।

(সহিহ বুখারি:৫০৬৬)

(ইসলামিক ফাউন্ডেশন নাম্বারঃ ৪৭০০, আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ৫০৬৬)

*চরিত্রের পবিত্রতার জন্য। এতে আল্লাহর সাহায্য পাওয়া যায়।

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

তিন প্রকারের লোক যাদের উপর আল্লাহ্‌র জন্য 'হক' রয়েছে, মহান মহিয়ান আল্লাহ্ অবশ্য তাদের সাহায্য করবেনঃ যে মুকাতাব দাস (কিতাবাতের অর্থ) আদায় করার ইচ্ছা পোষণ করে, যে বিবাহিত ব্যক্তি চারিত্রিক পুত-পবিত্রতা (ব্যভিচার হতে রক্ষা পেতে) চায় এবং আল্লাহ্‌র রাস্তার মুজাহিদ।

বি.দ্র.(গোলাম ও তার মালিকের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে মালিকের নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ প্রদান করে গোলামের মুক্তি লাভের চুক্তিকে 'কিতাবাত' চুক্তি বলে এবং এরূপ গোলামকে 'মুকাতিব' বলে।)

(সুনানে নাসাঈ, ৩২১৮)

*দ্বীনি পরিবার গঠন, নেক সন্তান জন্মদান করার জন্য। আল্লাহ তায়ালা হয়তো তাদের দিয়ে দ্বীনের খেদমত করাবেন। দ্বীনকে বিজয়ী করবেন। এছাড়াও সওয়ার লাভের জন্য।
*ইবাদাতে ও দান সদকায় একে অপরকে সাহায্য করার জন্য।
আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ
কোন স্ত্রী যদি তার ঘর হতে বিপর্যয় সৃষ্টির উদ্দেশ্য ছাড়া খাদ্যদ্রব্য সাদাকা করে তবে এ জন্যে সে সওয়াব লাভ করবে আর উপার্জন করার কারণে স্বামীও সওয়াব পাবে এবং খাজাঞ্চীও অনুরূপ সওয়াব পাবে। তাদের একজনের কারণে অন্য জনের সওয়াবে কোন কমতি হবে না।
(বুখারি:১৪২৫)

পাত্র-পাত্রী নির্বাচনঃ

পাত্রীর ক্ষেত্রেঃ
বিয়ের জন্য পাত্রী নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনেকে শুধু সৌন্দর্য ও সম্পদ দেখেই পাত্রী নির্বাচন করে থাকে। পরে গুন খুঁজতে যায়। তখন দেখা দেয় নানা ধরনের সমস্যা। দাম্পত্যজীবন তখন হয়ে যায় ঝুঁকি পূর্ন। তারা বিরাট ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়। পাত্রী নির্বাচন করতে হবে ৪টি গুণ দেখে।
রাসুল (সঃ)বলেন,
চারটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে মেয়েদেরকে বিয়ে করা হয়ঃ তার সম্পদ, তার বংশমর্যাদা, তার সৌন্দর্য ও তার দ্বীনদারী। সুতরাং তুমি দ্বীনদারীকেই প্রাধান্য দেবে নতুবা তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
(সহিহ বুখারি:৫০৯০)
এছাড়াও রাসুল (সঃ) বলেন,
"তোমরা শুধু রুপ-সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে মহিলাদের বিবাহ করো না। এ রুপ-সৌন্দর্য হয়তো তাদের ধ্বংসের কারণও হতে পারে। হয়তো এই সম্পদই তাদের অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার কারণ হতে পারে। অতএব ধর্মপরায়ণতা বিবেচনায় তোমরা তাদের বিবাহ করো।
(সুনানে ইবনে মাজাহ : ১৮৫৯)

পাত্রী নির্বাচনে দ্বীনদারিতাকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। যার দ্বীনদারী আছে তার অন্য গুণ না থাকলেও চলবে কিন্তু অন্য গুণ সব আছে কিন্তু দ্বীনদারী নেই তখন উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অনেকে মনে করে যে পরে দ্বীনদার বানিয়ে নেব, আল্লাহর কাছে তার জন্য দুয়া করব তাহলেই সে দ্বীনদার হয়ে যাবে। এটা আসলে শয়তানের ধোঁকা। পরে দেখা গেল বেদ্বীন স্ত্রী তাকেই দাওয়াত দিয়ে বেদ্বীন বানিয়ে ফেলেছে। ফলে তার ইহকাল ও পরকাল উভয়ই ধ্বংস হয়ে যাবে।

তাই পাত্রী নির্বাচনে সতর্ক থাকতে হবে এবং দ্বীনদারীতাকে প্রাধান্য দিতে হবে।আর যদি এমন হয় যে কোন নারীর মাঝে ৪টি গুনই বিদ্যমান তাহলেতো সোনায় সোহাগা।যে পুরুষ এমন নারী পাবে সেই পুরুষের বিরাট সৌভাগ্য। তার জন্য আল্লাহ তায়ালার এক মহান নিয়ামত সেই স্ত্রী।আল্লাহর কাছে এজন্য শুকরিয়া আদায় করতেই থাকতে হবে। পুরুষকে মনে রাখতে হবে যে আমি শুধু আমার স্ত্রীই নির্বাচন করছি না, ভবিষ্যৎ সন্তানের মাও নির্বাচন করছি।মা যদি বেদ্বীন হয় তাহলে সন্তানও বেদ্বীন হওয়ার চান্সই বেশি থাকে।সন্তানকে দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য দ্বীনদার মা প্রয়োজন।

পাত্রের ক্ষেত্রেঃ

একটি পরিবারে যখন বিবাহযোগ্য মেয়ে থাকে তখন সেই পরিবার খুব দুশ্চিন্তায় থাকে যে, কার হাতে মেয়েটাকে তুলে দেব। সে কেমন হবে,কেমন রাখবে মেয়েটাকে,ভালো হবে নাকি খারাপ হবে?এসব চিন্তা তাদের ঘিরে ধরে। কেউ কেউ দুনিয়াতে লোভ লালসাকে প্রাধান্য দিয়ে শুধু ধন সম্পদ দেখে বিবাহ দেয় ফলে সংসারে অশান্তি হয়। কেউ কেউ জানেও যে কেমন পাত্র নির্বাচন করতে হবে কিন্তু সমাজ ও পরিবারের চাপে বাধ্য হয়ে দুনিয়াবি ও সমাজের প্রচলিত নিয়ম নীতি অনুযায়ী মেয়ের বিয়ে দেয়। এজন্যই বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়।তারা ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াবী সুখ শান্তি খুঁজতে গিয়ে চিরস্থায়ী আখিরাত ধ্বংস করে দেয়।পাত্র নির্বাচনে ইসলাম কিছু দিকনির্দেশনা দিয়েছে।সেগুলো মেনে চললে ইনশাআল্লাহ ইহকাল ও পরকাল হবে সুখময় ও কল্যাণময়। যেমন: পাত্র-পাত্রী অবশ্যই মুসলমান হতে হবে,

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ؕ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ؕ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۖۚ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۚ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ٪

অর্থঃ

(মুফতী তাকী উসমানী)

মুশরিক নারীগণ যতক্ষণ পর্যন্ত ঈমান না আনে ততক্ষণ তাদেরকে বিবাহ করো না। নিশ্চয়ই একজন মুমিন দাসী যে-কোনও মুশরিক নারী অপেক্ষা শ্রেয়, যদিও সেই মুশরিক নারী তোমাদের মুগ্ধ করে। আর নিজেদের নারীদের বিবাহ মুশরিক পুরুষদের সাথে সম্পন্ন করো না যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। নিশ্চয়ই একজন মুমিন গোলাম যে-কোন মুশরিক পুরুষ অপেক্ষা শ্রেয় যদিও সেই মুশরিক পুরুষ তোমাদের মুগ্ধ করে। তারা সকলে তো জাহান্নামের দিকে ডাকে, যখন আল্লাহ নিজ হুকুমে জান্নাত ও মাগফিরাতের দিকে ডাকেন এবং তিনি স্বীয় বিধানাবলী মানুষের জন্য সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

সূরা আল বাকারা (আয়াত নং - ২২১)

এজন্য পাত্রকে অবশ্যই মুসলমান হতে হবে।এদিকে খেয়াল রাখতে হবে।একজন মুসলমান নারীর জন্য অন্য ধর্মের পুরুষকে বিয়ে করা হারাম।কারণ এতে তার মর্যাদার লঙ্ঘন হয়।অন্য ধর্মের পুরুষ সহজেই তাকে প্রভাবিত করে তার ধর্মে নিয়ে যেতে পারে এবং ইসলাম কে অবমাননা করতে পারে।এবং যেহেতু বিয়ের পর পুরুষই কর্তা তাই তাকে পুরুষের অধীনতা মেনে চলতে হবে।তাই সতর্ক হতে হবে।

দ্বীনদার,উত্তম আখলাক ও চরিত্রের অধিকারী হতে হবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

اَفَمَنۡ کَانَ مُؤۡمِنًا کَمَنۡ کَانَ فَاسِقًا ؕؔ لَا یَسۡتَوٗنَ ﴿ؔ

অর্থঃ

(মুফতী তাকী উসমানী)

আচ্ছা বল তো, যে ব্যক্তি মুমিন, সে কি ওই ব্যক্তির মত হতে পারে, যে ফাসেক? (বলাবাহুল্য) তারা সমান হতে পারে না।

(আস সিজদাহ:১৮)

একজন ফাসেক,পাপাচারী,অসৎ লোক কখনোই একজন নেক পূণ্যবতী নারীর সমপর্যায়ের হতে পারে না।তার সাথে বিবাহ দিলে ইহকাল ও পরকাল দুটোই বরবাদ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

পাত্রকে অবশ্যই সামর্থ্যবান হতে হবে আর্থিক ও শারীরিকভাকে।

আল্লাহর রসুল(সঃ) বলেন,

হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যারা বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে, তারা যেন বিয়ে করে। কেননা বিয়ে তার দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থান হিফাযত করে এবং যার

বিয়ে করার সামর্থ্য নেই, সে যেন সাওম পালন করে। কেননা, সাওম তার যৌনতাকে দমন করবে।

(সহিহ বুখারি:৫০৬৬)

সামর্থ্যবান না হলে রোজা রাখতে বলা হয়েছে।সামর্থ্যবান বলতে শারীরিকভাবে ও আর্থিকভাবে সামর্থ্যবানকে বুঝানো হয়।

আর্থিক সামর্থ্য বলতে বোঝায় যে পাত্রের একটি বাসস্থান থাকবে সেখানে স্ত্রীর জন্য পর্দার পরিবেশ থাকবে এবং সংসারের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু ব্যয় নির্বাহ করতে পারবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوۡنَ عَلَی النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعۡضَہُمۡ عَلٰی بَعۡضٍ وَّبِمَاۤ اَنۡفَقُوۡا مِنۡ اَمۡوَالِہِمۡ

অর্থঃ

(মুফতী তাকী উসমানী)

পুরুষ নারীদের অভিভাবক, যেহেতু আল্লাহ তাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু পুরুষগণ নিজেদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে।

(আন নিসা:৩৪)

আর শারীরিক সামর্থ্য হলো স্ত্রী এবং সন্তানের সমস্ত দায়িত্ব পালন করতে পারা এবং শারীরিকভাবে ও মানসিকভাবে সুস্থ সবল থাকা।ছেলের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বললেই এসব সামর্থ্য যাচাই করা সম্ভব হবে। মুখে কথা বললেই অনেকটা ভেতরটা প্রকাশ পেয়ে যায়।যেমনঃ তার ভবিষ্যৎ লক্ষ্য কী? ফ্যামিলি নিয়ে কী কী পরিকল্পনা আছে, স্ত্রী সম্পর্কে সে কী ধারণা পোষণ করে, বাবা মার প্রতি কেমন দায়িত্বশীল ইত্যাদি।

বিয়ের আগে এই ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে যে, পাত্র বিয়ের জন্য সামর্থ্যবান কিনা শারীরিক ও আর্থিকভাবে।

এছাড়াও সুপরিবার ও বংশেরও হতে হবে।মোটকথা দ্বীনদারী দেখেই পাত্র নির্বাচন করতে হবে।একজন মেয়ের বিয়ের জন্য পাত্র নির্বাচন শুধু নিজের স্বামী নির্বাচনই নয় বরং তার ভবিষ্যত সন্তানের পিতা নির্বাচন।পিতার পরিচয়েই সন্তান বেড়ে ওঠে।তার আদর্শেই বেড়ে উঠবে সন্তান।পিতা বেদ্বীন হলে সন্তানেরও বেদ্বীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।তখন ইহকাল এবং পরকাল বরবাদ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।এমনকি বেদ্বীন স্বামী তার স্ত্রীকে যোগ্য সম্মানও দেয় না।গালিগালাজ,মারধোর করে,কটু কথা বলে।স্ত্রীর পরিবারকেও কথা শোনায়।স্ত্রীকে দ্বীনের পথে চলতে দেয় না,অনেক অত্যাচার জুলুম করে থাকে।ফলে পরিবারটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।তাই পাত্র নির্বাচনে সতর্ক থাকতে হবে।

মানবিক চাহিদাকে উপেক্ষা না করাঃ

মুগীরা ইবনু শু’বা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে,

তিনি জনৈকা স্ত্রীলোককে বিয়ের প্রস্তাব দেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তাকে দেখে নাও। তা তোমাদের উভয়ের প্রণয়ে সহায়ক হবে।

(ইবনু মাজাহ ১৮৬৫, তিরমিজী হাদিস নম্বরঃ ১০৮৭ [আল মাদানী প্রকাশনী])

রসুল (সঃ) দ্বীনদারী সম্পর্কে অনেক আদেশ নিষেধ করেছেন তবুও তিনি মানবিক চাহিদার বিষয়টি এড়িয়ে যান নি। কারন তিনিও ছিলেন একজন মানুষ।তিনি জানতেন মানুষের মানবিক চাহিদা থাকবেই।তাই বিবাহের আগে তিনি পাত্র পাত্রীকে দেখে নিতে বলেছেন । যদি আগেই দেখে নেওয়া যায় তাহলে উভয়ের মাঝে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হবে না।এটা সুখী হতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। মানুষ সুখী হয় জীবনসঙ্গীর গুনেই। পারিবারিক সুখের জন্য জীবনসঙ্গীর গুণ একটি বড় মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।দ্বীনদার এর পাশাপাশি পছন্দের মেয়েকে/ছেলেকে বিয়ে করলে তা সুখী দাম্পত্যের স্থায়ী কারন হয়।

স্ত্রীর হকঃ

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَہُنَّ مِثۡلُ الَّذِیۡ عَلَیۡہِنَّ بِالۡمَعۡرُوۡفِ ۪ وَلِلرِّجَالِ عَلَیۡہِنَّ دَرَجَۃٌ ؕ وَاللّٰہُ عَزِیۡزٌ حَکِیۡمٌ ٪

অর্থঃ

(মুফতী তাকী উসমানী)

অর্থঃ আর স্ত্রীদেরও ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে, যেমন তাদের প্রতি (স্বামীদের) অধিকার রয়েছে। অবশ্য তাদের উপর পুরুষদেরএক স্তরের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আল্লাহ পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়।

(সুরা বাকারাহ:২২৮)

দাম্পত্য জীবনে স্বামী ও স্ত্রীর একে অপরের প্রতি কিছু হক রয়েছে যেগুলো পূরণ করা খুবই জরুরী। যদিও স্ত্রীদের থেকে স্বামীদের অধিকার এক স্তরের বেশি তবুও স্ত্রীর হক আদায় করতেই হবে।এটা অবহেলা করা যাবে না।নাহলে দাম্পত্য জীবনে অশান্তি তৈরি হবে এবং তা ভেঙ্গে পড়বে। পুরুষের উপর স্ত্রীর হকগুলো হল মোহর ও জৈবিক চাহিদা পূরণ করা, খাবার দেওয়া,পর্দার ব্যবস্থা করা, তার পরিবারের সবার সাথে ভালো ব্যবহার করা,সন্দেহ ও প্রতারণা না করা, ইলম শিক্ষা দেয়া, আল্লাহর ইবাদাতে তাকে সাহায্য করা, একান্ত বাধ্য না হলে তাকে তালাক না দেওয়া,বেড়াতে যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া

মাঝে মাঝে, ব্যক্তিগত বিষয় অন্যের কাছে না বলা, তার আচরনে কষ্ট পেলে ধৈর্য ধারণ করা ইত্যাদি।

স্বামীর হকঃ

আল্লাহর রসুল(সঃ) বলেছেনঃ

আমি যদি কাউকে অপর কোন ব্যক্তিকে সাজদা করার আদেশ দিতাম, তাহলে অবশ্যই স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম, সে তার স্বামীকে সাজদা করার জন্য।

(সুনানে ইবনে মাজাহ: ১৮৫২)

এখানে স্বামীর হক কঠোরভাবে আদায়ের কথা বলা হয়েছে।একজন স্ত্রীর উপর স্বামীর হক আদায় করা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা এখান থেকে বোঝা যায়।প্রত্যেক স্ত্রীর উচিৎ স্বামীর অনুগত্য করা এবং হকগুলো যথাযথভাবে পালন করা।

প্রিয় নবী (ﷺ) বলেন,

রমণী তার পাঁচ ওয়াক্তের নামায পড়লে, রমযানের রোযা পালন করলে, ইজ্জতের হিফাযত করলে ও স্বামীর তাবেদারী করলে জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছামত প্রবেশ করতে পারবে।

(মিশকাতুল মাসাবিহ:৩২৫৪)

এছাড়াও তিনি বলেন,

স্ত্রীর কাছে স্বামীর এমন অধিকার আছে যে, স্ত্রী যদি স্বামীর দেহের ঘা চেঁটেও থাকে তবুও সে তার যথার্থ হক আদায় করতে পারবে না

(সহিহুল জামে:৩১৪৮)

তিনি আরও বলেন,

মহিলা যদি নিজ স্বামীর হক (যথার্থরূপে) জানতো, তাহলে তার দুপুর অথবা রাতের খাবার খেয়ে শেষ না করা পর্যন্ত সে (তার পাশে) দাঁড়িয়ে থাকতো।

(সহি আল-জা-মিউস সাগির অযিয়াদাতুহ:৫২৫৯)

একজন স্ত্রীর উপর স্বামীর অনেকগুলো হক রয়েছে।সেগুলো যথাযথ পালন করা উচিৎ।যেমনঃ স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞ ও সন্তুষ্ট থাকতে হবে, শরীয়তসম্মত কাজে তার অবাধ্য না হওয়া, তার বদনাম ও নিন্দা না করা, তার বাবা মা কে সম্মান করা, তার সাধ্যের বাইরে কোন কিছু না চাওয়া বা দাবী না করা, পরপুরুষের সাথে কথাবার্তা ও মেলামেশা না করা, তাকে আল্লাহর নাফরমানি করা থেকে বিরত রাখা, সন্তানদের ভালোভাবে দেখাশুনা করা,যত্ন করা ও লালন-পালন করা। পরিবারের সাথে যাতে তার

সুসম্পর্ক বজায় থাকে সেদিকে খেয়াল রাখা। বিছানায় ডাকলে শরয়ী ওজর ব্যতীত আপত্তি না করা।নিজের ইজ্জতের ও আব্রুর রক্ষা করা, তার অনুমতি ব্যতীত কাউকে ঘরে প্রবেশ করতে না দেওয়া এবং ঘরের বাইরে না যাওয়া। তার মন মেজাজ বোঝার চেষ্টা করা, তার সাথে হাসিমুখে কথা বলা,সবসময় তার মন জয় করার চেষ্টা করা, সে রেগে গেলে চুপ থাকা ইত্যাদি।

স্ত্রীর সঙ্গে আচরণঃ

উত্তম আচরণ জীবনকে বদলে দিতে পারে।দাম্পত্য জীবনে সুখী হতে হলে এটা মেনে চলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারের সাথে সৎভাবে জীবনযাপন করতে হবে। পরিবারের সবারই এই অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।তাহলেই পরিবারে সুখ নিশ্চিত হবে। মোহর দিয়ে দেওয়া,ভরণপোষণ দেওয়া। বিনা অপরাধে বা অযথা স্ত্রীর সাথে কঠোর আচরণ না করা, কঠিন কঠিন কথা না বলা বরং মিষ্টি মিষ্টি কথা বলার চেষ্টা করতে হবে। স্ত্রী ব্যতীত কারো প্রতি ঝোঁক প্রকাশ না করা।অনেক পুরুষ আছেন যারা ঘরের বাইরে খুব হাসিখুশি থাকেন, আনন্দে থাকেন। তারা অন্যকেও আনন্দে রাখেন,অন্যের সাথে কথা বলেন হাসিমুখে। কিন্তু বাড়িতে সেই একই মানুষ গোমড়া মুখে থাকে, কথা বলতে চায় না,হাসে না।আবার অনেকে কথা বললেও অশ্রাব্য ভাষা ব্যবহার করে, কর্কশ কথাবার্তা বলে। অনেকে শুধু দায়সারা কথা বলে থাকে।এর ফলে পরিবারে অশান্তি বিরাজ করে।অথচ আমাদের প্রিয় নবি মুহাম্মাদ (সঃ) স্ত্রীদের সাথে উত্তম আচরণ করেছেন, দৌড় প্রতিযোগিতা করেছেন।রসুল (সঃ) এর উপর উম্মতের এত বড় জিম্মাদারি, কতশত দায়িত্ব থাকার পরও তিনি স্ত্রীদের সাথে উত্তম ও ভালো আচরণ করেছেন। তিনিই আমাদের আদর্শ, আমাদের পুরুষদের তাকেই অনুসরণ করতে হবে, তাহলেই দাম্পত্য জীবন হবে সুখময় ও শান্তিময়।স্ত্রীর সাথে কেমন আচরণ করতে হবে তা আমরা রসুল(সঃ) এর জীবনী থেকে শিখতে পারি। তিনি তাঁর স্ত্রীদের সাথে কেমন আচরণ করেছেন তা জানতে পারি। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

لَقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِىۡ رَسُوۡلِ اللّٰهِ اُسۡوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنۡ كَانَ يَرۡجُوا اللّٰهَ وَالۡيَوۡمَ الۡاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيۡرًا ؕ

অর্থঃ

(মুফতী তাকী উসমানী)

বস্তুত রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ এমন ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ ও আখেরাত দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে।

(আল আহযাব:২১)

রসুল(সঃ) এর জীবনাদর্শ থেকে আমরা স্ত্রীর সাথে আচরননীতি শিখতে পারি। স্ত্রীদের প্রতি আচরণের ক্ষেত্রে অনেক পুরুষই অজ্ঞ। অনেকে নারীদের ঝামেলা মনে করে থাকে এবং ভাবে এদের টাইট দিয়ে রাখতে হবে সবসময়।অনেকে কেমন আচরণ করতে হবে সেটা জেনেও না জানার ভান ধরে থাকে।নারীকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন এজন্য যাতে পুরুষ তার কাছে প্রশান্তি লাভ করতে পারে, তাকে এজন্য সৃষ্টি করা হয়নি যে সে বিয়ের পর স্বামীর ঘরে শুধু কাজের লোক হয়ে থাকবে, তাকে সবসময় শাসনের উপর রাখবে এবং তার সাথে দুর্ব্যবহার করবে। এমন হলে সংসারে অশান্তি হবে, আল্লাহও অসন্তুষ্ট হন এতে। এজন্য সংসারে সুখী হতে নারীদের সাথে উত্তম আচরণ করতে হবে যা আমাদের প্রিয় নবী (সঃ) শিখিয়ে দিয়েছেন। তবেই আমাদের সংসার হয়ে উঠবে সুখময় ও শান্তিময় এবং আমরা আল্লাহ তায়ালারও সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারব।

স্বামীর সঙ্গে আচরণঃ

স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীদের উত্তম আচরণ করতে হবে। স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক যত মধুর হবে ততই দাম্পত্য জীবনে সুখ শান্তি বিরাজ করবে। স্বামীকে যথাযথ সম্মান করতে হবে এবং তার হক যথাযথ আদায় করতে হবে।তাহলেই মিলবে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা।
আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
কোন মহিলা যখন তার পাঁচ ওয়াক্তের নামায আদায় করে, রমযান মাসের রোযা পালন করে, (অবৈধ যৌনাচার থেকে) তার যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে এবং তার স্বামীর কথা ও আদেশমত চলে, তখন তাকে বলা হয়, জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা তুমি সেই দরজা দিয়েই জান্নাতে প্রবেশ কর।
(সহীহুল জামে:৬৬০,ইবনে হিব্বান:৪১৬৩)
যে স্ত্রী স্বামীর সাথে উত্তম আচরণ করে না এবং স্বামীর প্রতি অসন্তুষ্ট থাকে ওই স্ত্রী ও তার স্বামী দাম্পত্য জীবনে সুখী হতে পারবে না।তাদের সংসারে অশান্তি লেগেই থাকে এবং আল্লাহও অসন্তুষ্ট হন ওই স্ত্রীর প্রতি।স্বামী স্ত্রীর মধুর সম্পর্ক শুধু ইহকালে সুখ শান্তির জন্য নয় বরং তা পরকালের সুখ শান্তির জন্যও জরুরী।

স্বামী দায়িত্বশীলঃ

পরিবারে সুখ শান্তি আসার জন্য স্বামীকে হতে হবে দায়িত্বশীল। স্বামী হলো স্ত্রীর অভিভাবক। অভিভাবকত্বে নিহিত আছে কল্যাণ। স্বামী তার স্ত্রীর মর্যাদা অনুযায়ী তার জন্য কল্যাণকর এবং প্রয়োজনীয় সমস্ত বস্তুর ব্যবস্থা করতে নিজেকে সপে দেয়। এটাই অভিভাবকত্ব।এছাড়াও স্ত্রীর জন্য নির্ধারিত সম্পত্তি এবং কোন বিষয়ে যত্নবান হওয়া, খারাপি থেকে স্ত্রীকে রক্ষা করা এবং আল্লাহ তায়ালা স্ত্রীদের যেসকল অধিকার দিয়েছেন সেগুলো বাস্তবায়ন করা হলো অভিভাবকত্ব। স্ত্রীর যাবতীয় ভরণপোষণ স্বামী যোগান দেবে এটাই অভিভাবকত্ব। যদি কাউকে কোন কাজে দায়িত্বশীল করা হয় আর সে যদি সেই দায়িত্ব ঠিকমতো পালন না করে তাহলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন এবং পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনেও নেমে আসে বিশৃঙ্খলা।আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দেন।তাই সকলকে দায়িত্বের প্রতি যত্নবান হতে হবে। তাহলেই প্রকৃত সুখ ও শান্তির স্বাদ মিলবে। কারণ তাতেই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন হবে।

আল্লাহ বলেন,

'তোমরা স্ত্রীদের সঙ্গে সদ্ভাবে বসবাস করো। যদি তোমরা তাদের অপছন্দ করো, (তবে হতে পারে) তোমরা এমন বস্তুকে অপছন্দ করছ, যার মধ্যে আল্লাহ প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন।'

(সুরা নিসা:১৯)

মোটকথা স্ত্রীর সার্বিক বিষয়ে স্বামী দায়িত্বশীল।

স্বামীর আত্মমর্যাদাঃ

স্বামীকে হতে হবে আত্মমর্যাদাশীল।স্ত্রীর প্রতি এমনভাবে সতর্ক থাকতে হবে যাতে স্ত্রী কোন পরপুরুষের সামনে কথা না বলে,চেহারা না খুলে,অন্যের দিকে না তাকায়,অন্যের সাথে না মিশে।এটাকে গাইরত বলা হয়।স্ত্রীকে অযথা সন্দেহ করা উচিৎ না।অনেকে অযথাই সবকিছুতে স্ত্রীর দোষ ধরে,সন্দেহ করে,ঘন ঘন স্ত্রীর মোবাইল ফোন চেক করে।এটা ঠিক না।এতে সংসারে অশান্তি দেখা দেয়,সুখ হারিয়ে যায়।স্বামীরা যদি শরিয়ত এর নির্দেশনা অনুসারে গায়রতবান হয় তাহলে শান্তি মিলবে।তাই শরিয়ত অনুযায়ী পুরুষদের গায়রতওয়ালা ও আত্মমর্যাদার অধিকারী হতে হবে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন,

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন :

আল্লাহ্ তা'আলা 'গায়রত' রাখেন এবং মু'মিনও গায়রত রাখে। আল্লাহর গায়রত হইল এই যে, কোন মু'মিন যেন আল্লাহর হারাম করা কাজ না করে।
(মিশকাতুল মাসাবিহ:৩৩১০)
এখন আলী(রাঃ) এর গায়রত সম্পর্কে জানি।
একদিন এক ব্যাক্তি আলি ইবনু আবি তালিব (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেন তার স্ত্রী কেমন আছে?
তিনি উত্তর দিলেন:
" যদি তোমার রক্ত হালাল হতো,তাহলে আমি তরবারি দিয়ে তোমার মাথা কেটে ফেলতাম।"
(ইবনে কাসীর,আল- বিদায়া ওয়ান- নিহায়া)
মুমিন পুরুষদের গায়রত তো এমনই হওয়া উচিৎ। তারা মানুষের সামনে স্ত্রীর নাম পর্যন্ত নেয় না।গায়রতহীন পুরুষ তো দাইয়ুস।আর দাইয়ুস জান্নাতে যেতে পারবে না।আমাদের সকল পুরুষদের আল্লাহ তায়ালা গায়রতবান হওয়ার তৌফিক দিন।আমিন

সালেহীনের পথ অনুসরণঃ

পরিবারে সুখ আসার জন্য সালেহীনের পথ অনুসরণ জরুরী। পূর্ববর্তী যারা সুসংবাদ প্রাপ্ত সৎকর্মশীল তাদের জীবনী পড়ে সেই অনুযায়ী সাংসারিক বিষয় গুলো চর্চা করলে, সুখী হওয়া সম্ভব।
ইবনু ‘উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
“যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের অনুসরণ-অনুকরণ করবে, সে তাদের দলভুক্ত হবে।”
[হাসান] - - [সুনানে আবু দাউদ - 4031]
তাই আমাদের উচিৎ নেককারদের পথ অনুসরণ করা।তাহলে আমরা তাদের দলভুক্ত হতে পারব ইনশাআল্লাহ!
এজন্য স্বামীকে হতে হবে সৎ ও সুন্দর চরিত্রের অধিকারী। পরিবারের সাথে কোমল আচরণকারী হতে হবে। স্ত্রীর উপর কোনকিছু চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। যারা সালেহীনের পথ অনুসরণ করে তারা অবশ্যই বুঝবে যে নারীরা দুর্বল জাতি। পুরুষ নারীকে আল্লাহর আমানত হিসেবে পেয়েছে। আর এটা বুঝতে পারলেই সে কখনো তার উপর অত্যাচার করবে না, এবং বাইরের ফাসাদ থেকে তাকে রক্ষা করবে। স্ত্রীর কোন দোষ ত্রুটি পেলে সে সেটা মনে না রেখে বরং ভালো গুণগুলো মনে করে তাকে ক্ষমা করে দেয় এবং

তাকে সংশোধনের চেষ্টা করে। নিজেকে সান্ত্বনা দেয় তার ভালো গুনগুলো মনে করে। স্ত্রীর গোপন বিষয় কারো কাছে প্রকাশ করে না। যারা সালেহীনের পথ অনুসরণ করে তারা স্ত্রীর প্রতি প্রতিশোধপরায়ণ হয় না, প্রহার করে না। তবে স্ত্রীকে সংশোধনের জন্য সামান্য শাসন করতে পারে।আর এটা স্ত্রীও বুঝে যে তার স্বামী তাকে সতর্ক করার জন্যই এমন করেছেন। নেককারদের পথ অনুসরণকারীরা অবশ্যই স্ত্রীকে এবং স্ত্রীর পরিবারকে গালিগালাজ করেন না, সবার সাথে উত্তম আচরণ করেন। এক্ষেত্রে স্ত্রীকেও সালিহাত বা নেককার নারীদের পথ অনুসরণ করতে হবে।কারন তখন নারীরা জানতে পারবে যে,রসুল(সঃ)স্ত্রীর জন্য স্বামীর অধিকারগুলোতে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। স্ত্রীর উপর স্বামীর মহান দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন।যদি শরিয়ত প্রদত্ত হকগুলো ঠিকভাবে আদায় করা হয় তাহলে পরিবার হবে সুখী ও সুন্দর পরিবার।দাম্পত্যজীবনও হবে কল্যাণময় এবং প্রশান্তির।

সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলাঃ

ভালো কাজে স্বামী স্ত্রী একে অপরকে সাহায্য সহযোগিতা করতে হবে।তাহলে পরিবারে সুখ আসবে। এজন্য আগে থেকেই পরিবারে এই অভ্যাস চর্চা করতে হবে।এক্ষেত্রে পিতামাতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, সন্তানের এই অভ্যাস গড়ে দিতে পারেন। পরিবারে আগে থেকেই এই অভ্যাস এর চর্চা না থাকলে সেখানে আগ্নেয়গিরির আগুন জ্বলে উঠবে।সুখ আসবে না। তাই নেক ও কল্যাণকর কাজে স্বামী স্ত্রী পরস্পরকে সাহায্য সহযোগিতার চর্চা করতে হবে।

আল্লাহ বলেন,

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

অর্থঃতোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে একে অন্যকে সহযোগিতা করবে। গুনাহ ও জুলুমের কাজে একে অন্যের সহযোগিতা করবে না। আল্লাহকে ভয় করে চলো। নিশ্চয়ই আল্লাহর শাস্তি অতি কঠিন।

(সুরা মায়িদা:২)

পরিবারে সুখ আসার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হচ্ছে স্ত্রীকে ঘরের কাজে সাহায্য সহযোগিতা করা।রসুল(সঃ) আল্লাহর রসুল এবং গোটা জাতির নেতা হয়েও তিনি ঘরে থাকাবস্থায় ঘরের কাজ করেছেন। স্বামীরা ঘরের কাজ করলে; সাহায্য সহযোগিতা করলে স্ত্রীরা খুশি হয়।তাদের হৃদয়ে আনন্দের ঢেউ খেলে যায়। পারিবারিক সুখের কথা ভেবে স্বামীদের এদিকেও গুরুত্ব দেওয়া উচিৎ।

প্রেমময় পরিবেশঃ

আমাদের পরিবারগুলোতে প্রেমময় পরিবেশ তৈরি করতে হবে। দাম্পত্য জীবনে মুহাব্বত ও স্নেহ মমতা খুবই জরুরী, স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করাও জরুরী সেই সাথে জরুরী হলো তার থেকে পাওয়া কষ্টগুলো সহ্য করে নেওয়া এবং ধৈর্য্য ধারণ করা। তার ভালো দিকগুলো স্মরণ করা বারবার।পরিবারে ভালোবাসা, স্নেহ মমতা, দয়া ছাড়া সুখ আসা করা বোকামী।প্রেমময় পরিবেশের জন্য স্ত্রীর প্রশংসা করতে হবে।স্বামীর উচিৎ স্ত্রীর প্রতি সবসময় ভালোবাসা প্রকাশ করা। কথায় কাজে তার প্রশংসা করা।
আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আমি রাসুলের (সাঃ) স্ত্রীদের মধ্যে থেকে খাদিজার (রাঃ) চেয়ে অন্য কোনো স্ত্রীর প্রতি বেশি ঈর্ষাপোষণ করিনি। কারণ, রাসুল (সাঃ) প্রায় তার কথা স্মরণ করতেন এবং তার প্রশংসা করতেন'।
(বুখারি: ৫২২৯)

প্রশংসার ক্ষেত্রে একটু বানিয়ে বাড়িয়ে বললেও কোন সমস্যা নেই। এমনকি ভালোবাসা প্রকাশের জন্য সামান্য মিথ্যা বলারও অবকাশ রয়েছে।কল্যাণের জন্য বলা যায়েজ আছে।যেমনঃ স্ত্রীকে সুন্দর বলা যদিও সে অসুন্দর হয়। এরকম কিছু মিথ্যা বলাও যায়েজ আছে।এতে দাম্পত্য জীবন হবে সুখময়,কল্যাণময়,শান্তিময়।স্ত্রীকে ছোট নাম বা উপনামে ডাকলেও তা ভালোবাসার প্রকাশ করে।
আয়েশা (রাঃ) বলেন,
রাসুল (সাঃ) ভালোবেসে কখনো কখনো আমার নাম হুমায়রা বা লাল গোলাপ বলে ডাকতেন।
(ইবনে মাজাহ: ২৪৭৪)
স্ত্রীর উচিৎ স্বামীর প্রতি সদয় হওয়া। প্রেমময় হওয়া।স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা থাকা অপরিহার্য।
আল্লাহ বলেন,
"পুরুষদের জন্য তাদের স্ত্রীদের মধ্যে তাদের প্রতি ভালোবাসা নির্ধারণ করে রেখেছেন।"
([সূরা রুম: 21])

স্ত্রীর উচিৎ ঘরকে স্বামীর জন্য শান্তির আবাস হিসেবে গড়ে তোলা।স্বামীর সন্তুষ্টির দিকে খেয়াল রাখতে হবে,তার কী পছন্দ কী অপছন্দ সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।কোন কোন বিষয় আর কোন কোন কথা স্বামী পছন্দ করে সেদিকে খেয়াল রেখে সেই কাজগুলো

করতে হবে।একজন নেক স্ত্রী সবসময় ভয়ে থাকেন যে স্বামী কোন কথা বা কাজে না জানি কষ্ট পেয়ে যান।সেদিকে সবসময় সতর্ক থাকে।ভালোবাসা প্রকাশে, স্বামীর সন্তুষ্টির জন্য সামান্য মিথ্যা বলাতেও অসুবিধা নেই।তার প্রশংসা করা জরুরী এক্ষেত্রে।তাকে ভালোবেসে সামান্য মিথ্যা প্রশংসা করাও যায়েজ। নেক স্ত্রী কখনও কটু কথা বলে কষ্ট দেয় না স্বামীকে।ভালোবাসা না থাকলে এটা সম্ভব না।

নেক বিবি সৌভাগ্যের সিতারাঃ

দাম্পত্যজীবনে সুখী হওয়ার যেসব প্রধান কারণ রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো নেক স্ত্রী।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

পার্থিব জগতটাই হল ক্ষণিক উপভোগের বস্তু। আর পার্থিব জগতের সর্বোত্তম সম্পদ (উপভোগের বস্তু) সাধ্বী নারী।

(সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১৪৬৭; মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৬৫৬৭; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৪০৩১)

নেক বিবি হলো সেই যার মাধ্যমে পরিবারে সুখ আসে এবং যাকে দেখলে স্বামীর অন্তর প্রফুল্ল হয় এবং স্বামীর অনুপস্থিতে স্বামীর সম্পদের ব্যাপারে স্বামীকে পূর্ণ আশ্বস্ত রাখে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

কোনো মুমিনের জন্য আল্লাহর তাকওয়া অর্জনের পর নেককার স্ত্রীর চেয়ে কল্যাণকর কিছু নেই। কারণ স্বামী তাকে আদেশ করলে সে আনুগত্য করে, তার দিকে দৃষ্টিপাত করলে সে (স্বামী) মুগ্ধ হয়। তাকে নিয়ে শপথ করলে সে তা (শপথকৃত কর্ম) পূরণ করে। স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজেকে (অন্যায়-অপকর্ম থেকে) এবং স্বামীর সম্পদ সংরক্ষণ করে।

(সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ১৮৫৭)

হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হল, নারীদের মধ্যে কোন নারী উত্তম। তিনি বললেন, স্বামী যাকে দেখলে আনন্দবোধ করে, যাকে আদেশ করলে আনুগত্য করে, স্ত্রীর বিষয়ে এবং সম্পদের ব্যাপারে স্বামী যা অপছন্দ করে তা থেকে বিরত থাকে।

(মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৭৪২১; সুনানে নাসায়ী, কুবরা, হাদীস : ৮৯৬১)

নেক বিবি সবসময় স্বামীর আনুগত্য করতে প্রস্তুত থাকে।

স্বামীর বৈধ আদেশ মান্য করাঃ

যদি স্বামী কোন বৈধ আদেশ করেন তাহলে স্ত্রীর জন্য আবশ্যক হলো তার আনুগত্য করা। রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

'আমি যদি কোনো ব্যক্তিকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, তাহলে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম তার স্বামীকে সিজদা করতে'

(ইবনু মাজাহ, হা/১৫১৫)।

স্বামীর বৈধ আদেশের ক্ষেত্রে স্ত্রীর কোন অজুহাত না দেখানো উচিৎ।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

কোন পুরুষ নিজ স্ত্রীকে তার শয্যার দিকে ডাকলে সে যদি তাতে সাড়া না দেয় অতঃপর সে তার উপর রাগান্বিত হয়ে রাত্রি যাপন করে তা হলে ফিরিশ্তারা তার উপর লা'নত করতে থাকে যতক্ষণ না সে সকালে উপনীত হয়''। (বুখারী ৩২৩৭; মুসলিম ১৪৩৬)

বরকতময় স্ত্রী হলো সে যে স্বামী আদেশ করা মাত্রই তা পালন করে এবং আল্লাহর জান্নাতের প্রতি আগ্রহী হয়।সে আল্লাহর ক্রোধ ও শাস্তিকে ভয় করে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কারের আশা করে।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

আল্লাহ্ তা'আলা এমন মহিলার দিকে (সন্তুষ্টির দৃষ্টিতে) তাকান না যে নিজ স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না; অথচ সে তার স্বামীর প্রতি সর্বদাই মুখাপেক্ষিণী।

(নাসায়ী/'ইশ্রাতুন্ নিসা', হাদীস ২৪৯, ২৫০; হা'কিম ২/১৯০ বায়হাক্বী ৭/২৯৪ খতীব ৯/৪৪৮)

তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিষিদ্ধ কোন কাজে স্বামীর অনুগত হওয়া যাবে না। যেমনঃঅনেক স্বামী ভ্রু প্লাক করতে বলে,কেউ কেউ পরচুলা লাগাতে বলে ইত্যাদি। এগুলো করা যাবে না কেননা তা জায়েজ নেই।

স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়াঃ

স্ত্রীর উচিৎ স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া।

আবূ সা'ঈদ্ খুদ্রী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন:

‘‘হে মহিলারা! তোমরা (বেশি বেশি) সাদাকা করো। কারণ, আমি তোমাদেরকেই জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী রূপে দেখেছি। মহিলারা বললো: কেন হে আল্লাহ্’র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তোমরা বেশি লা’নত করে থাকো এবং স্বামীর কৃতজ্ঞতা আদায় করো না’’।
(বুখারী ৩০৪; মুসলিম ৮০)

ভরনপোষণের জন্য সে যা যা ব্যবস্থা করতে পারে তাতেই স্ত্রীর সন্তুষ্ট হওয়া উচিৎ। স্বামীর অকৃতজ্ঞতাকে ভয় করে চলতে হবে। তা নাহলে আল্লাহর শাস্তি যেমন প্রাপ্য হবে তেমনি সংসারে তথা দাম্পত্যজীবনে অশান্তি হবে, সুখ নামক পাখি উড়ে যাবে।তখন দাম্পত্যজীবন হবে দুর্বিষহ।এজন্য নারীদের উচিৎ স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা। স্বামী সারাদিন এত কষ্ট করে তার খাওয়া পরার ব্যবস্থা করে, তাকে সুখে রাখার চেষ্টা করে, সখ আহলাদ পূরণ করে।তাই তার প্রতি সুধারণা রাখতে হবে এবং কৃতজ্ঞ হতে হবে। কৃতজ্ঞতাবোধ ভালোবাসা বাড়ায়।
আর অকৃতজ্ঞতা ঘৃণার সৃষ্টি করে।শয়তান সবসময় ঝামেলা বাধিয়ে বিচ্ছেদ করানোর চেষ্টা করে। তাই এদিকে সতর্ক হতে হবে প্রত্যেক নারীকে।

পর্দা, মাহরাম- নন মাহরামঃ

অবশ্যই নারীকে মাহরাম, নন মাহরাম সম্পর্কে জানতে হবে এবং সেটা মেনে পর্দা করতে হবে। পর্দা করা ফরজ। পর্দা না করলে অনেক ফেতনার সৃষ্টি হয়। এটা নারীদের রক্ষাকবচ। নারীদের জানতে হবে মাহরাম, নন মাহরাম কারা। তাদের সাথে কীভাবে পর্দা করতে হবে। আল্লাহ বলেন,

وَقُلۡ لِّلۡمُؤۡمِنٰتِ یَغۡضُضۡنَ مِنۡ اَبۡصَارِہِنَّ وَیَحۡفَظۡنَ فُرُوۡجَہُنَّ وَلَا یُبۡدِیۡنَ زِیۡنَتَہُنَّ اِلَّا مَا ظَہَرَ مِنۡہَا وَلۡیَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِہِنَّ عَلٰی جُیُوۡبِہِنَّ ۪ وَلَا یُبۡدِیۡنَ زِیۡنَتَہُنَّ اِلَّا لِبُعُوۡلَتِہِنَّ اَوۡ اٰبَآئِہِنَّ اَوۡ اٰبَآءِ بُعُوۡلَتِہِنَّ اَوۡ اَبۡنَآئِہِنَّ اَوۡ اَبۡنَآءِ بُعُوۡلَتِہِنَّ اَوۡ اِخۡوَانِہِنَّ اَوۡ بَنِیۡۤ اِخۡوَانِہِنَّ اَوۡ بَنِیۡۤ اَخَوٰتِہِنَّ اَوۡ نِسَآئِہِنَّ اَوۡ مَا مَلَکَتۡ اَیۡمَانُہُنَّ اَوِ التّٰبِعِیۡنَ غَیۡرِ اُولِی الۡاِرۡبَۃِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفۡلِ الَّذِیۡنَ لَمۡ یَظۡہَرُوۡا عَلٰی عَوۡرٰتِ النِّسَآءِ ۪ وَلَا یَضۡرِبۡنَ بِاَرۡجُلِہِنَّ لِیُعۡلَمَ مَا یُخۡفِیۡنَ مِنۡ زِیۡنَتِہِنَّ ؕ وَتُوۡبُوۡۤا اِلَی اللّٰہِ جَمِیۡعًا اَیُّہَ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ لَعَلَّکُمۡ تُفۡلِحُوۡنَ

অর্থঃ
(মুফতী তাকী উসমানী)

এবং মুমিন নারীদের বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে এবং নিজেদের ভূষণ অন্যদের কাছে প্রকাশ না করে, যা আপনিই প্রকাশ পায় তা ছাড়া এবং তারা যেন তাদের ওড়নার আঁচল নিজ বক্ষদেশে নামিয়ে দেয় এবং নিজেদের ভূষণ যেন স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভাতিজা, ভাগিনেয়, আপন নারীগণ, যারা নিজ মালিকানাধীন, যৌনকামনা নেই এমন পুরুষ খেদমতগার এবং নারীদের গোপনীয় অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া আর কারও সামনে প্রকাশ না করে। মুসলিম নারীদের উচিত ভূমিতে এভাবে পদক্ষেপ না করা, যাতে তাদের গুপ্ত সাজ জানা হয়ে যায়। হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর কাছে তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলতা অর্জন কর হবে।

আন নূর (আয়াত নং - ৩১)

দেবর, ভাসুর, চাচা শ্বশুর, খালু, মামা-শ্বশুর, ফুপা,ফুপা শ্বশুর আরও অনেক মানুষের সাথে কঠোরভাবে পর্দা করতে হবে। দেবরকে তো মৃত্যু সমতুল্য বলা হয়েছে।তাই নারীদের পর্দার ব্যাপারে সচেতন হতে হবে।

স্বামীকে না রাগানো এবং রাগের সময় করণীয়ঃ

স্ত্রীর কখনোই স্বামীকে রাগানো উচিৎ না। এবং নিজেও রেগে থাকা উচিৎ না। এরপরও যদি স্বামীকে কখনো রাগিয়ে ফেলে বা নিজে স্বামীর উপর রেগে যায় তাহলে স্ত্রীর উচিৎ বারবার স্বামীর কাছে যাওয়া,এবং রাগ ভাঙ্গানোর চেষ্টা করা।এবং নিজেরও রাগ ভেঙে ফেলা উচিৎ। স্বামীর রাগের সময় স্ত্রীকেও রেগে যাওয়া যাবে না,বরং অনুনয় বিনয় করে রাগ ভাঙানোর চেষ্টা করেই যেতে হবে,মুখ ফুলিয়ে বসে থাকা যাবে না।

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,

‘তোমাদের জান্নাতি রমণীরা হচ্ছে, যারা স্বামীর প্রতি প্রেমময়ী ও অধিক সন্তান প্রসবকারিণী। স্বামী রাগ করলে সে এসে স্বামীর হাতে হাত রেখে বলে, আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আমি ঘুমাব না।’

(সহিহুল জামে, হাদিস : ২৬০৪)

নিজের দোষ না থাকলেও এমন করে রাগ ভাঙাতে হবে আর দোষ থাকলেতো আরও বেশি বেশি ক্ষমা চেয়ে রাগ ভাঙাতে হবে।এতে সম্মান মর্যাদা যাবে না,বরং আরও বাড়বে।একসময় স্বামীর রাগ চলে যাবে,তখন স্ত্রীর প্রতি তার ভালোবাসা আরও বাড়বে।তার ভুল থাকলেও সে বুঝতে পেরে নিজেই লজ্জিত হবে। একজন সৎ,নেক ও পূণ্যবতী স্ত্রী স্বামীর উপর রাগ করে থাকে না,অভিমান হলেও তাকে ছেড়ে যায় না। শয্যা

ত্যাগ করে না। আজকাল ঘরে ঘরে স্ত্রী রাগ হলেই জামাকাপড় গুছিয়ে বাবার বাসাই চলে যায়। আবার বাবার বাসা থেকেও তাকে না বুঝিয়ে তার পক্ষ নেওয়া হয়।তাকে বুঝিয়ে স্বামীর বাড়িতে পাঠায় না।এতে সমস্যা জটিল হয়।এতে কিন্তু শয্যাও ত্যাগ করা হয়ে গেল।এটা ঠিক না।এতে ছোটখাটো বিষয় বড় আকার ধারণ করে।তাই সতর্ক হওয়া উচিৎ।

স্বামীর ইজ্জত রক্ষা করাঃ

স্ত্রীর উচিৎ নিজের সতীত্ব রক্ষা করা। এর মাধ্যমে স্বামীর ইজ্জত রক্ষা করা।কোন অবস্থাতেই স্বামীর সম্মানহানী না করা।

আল্লাহ বলেন,

‘তারা (স্ত্রীরা) তোমাদের জন্য পোশাকস্বরূপ এবং তোমরা তাদের জন্য পর্দাস্বরূপ বা পোশাকস্বরূপ।’

(সুরা : বাকারাহ, আয়াত : ১০)

এছাড়াও স্ত্রীদের উচিৎ স্বামীকেও বিভিন্ন সম্মানহানিকর কাজ করা থেকে বিরত রাখা।একান্ত প্রয়োজন না হলে স্বামীর অনুমতি ব্যতীত নিজ স্বামীর ঘর ছেড়ে কোথাও না যাওয়া।অন্য কোথাও পরনের কাপড় না খোলা।

ইরশাদ হয়েছে,

‘তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করো, প্রাচীন জাহেলি যুগের নারীদের মতো নিজেদের প্রদর্শন করো না।’

(সুরা আহজাব, আয়াত :৩৩)

নবীজি (সাঃ) বলেছেন,

‘নারী হচ্ছে গোপন বস্তু। যখন সে বাড়ি থেকে বের হয়, তখন শয়তান তাকে (সৌন্দর্য প্রকাশে) উদ্বুদ্ধ করে।’

(তিরমিজি, হাদিস : ১১৭৩)

কোন মহিলার স্বামী যদি প্রাত্যহিক প্রয়োজন পূরণের জন্য দেশ ছেড়ে বিদেশ যায় সেই মহিলার উচিৎ পর পুরুষের সাথে কথা না বলা, নিজের ইজ্জত আব্রুর রক্ষা করা।

রাসুল (সাঃ) বলেছেন,

‘আমি কি তোমাকে মানুষের সর্বোত্তম সম্পদ সম্পর্কে অবহিত করব না? তা হলো, নেককার স্ত্রী। সে (স্বামী) তার (স্ত্রীর) দিকে তাকালে স্ত্রী তাকে আনন্দ দেয়। তাকে

কোনো নির্দেশ দিলে সে তা মেনে নেয়। সে যখন তার থেকে অনুপস্থিত থাকে, তখন সে তার সতীত্ব ও তার সম্পদের হেফাজত করে।'

(আবু দাউদ, হাদিস : ১৬৬৪)

স্বামীর সম্মান রক্ষা করতে স্ত্রী কোন অনৈতিক কাজে লিপ্ত হবে না।যদি তেমন করে তাহলে সে স্বামীর হক নষ্ট করলো,তার সম্মানহানী করলো। সে নিজেও মহাপাপে লিপ্ত হলো।আমানতের খেয়ানত করলো। স্বামীকে কোন কথা বা কাজের সাধ্যমে ফেতনায় ফেলা উচিৎ না।যেমনঃ নিজের বান্ধবী বা অন্য কোন নারীর কথা স্বামীর কাছে না বলা, তাদের ছবি না দেখানো,তাদের সৌন্দর্যের বর্ণনা না দেওয়া,তাদের গুণের বর্ণনা না করা।আবার স্ত্রীর এমন কিছু চাওয়া বা দাবী করা উচিৎ না যাতে তার স্বামীর ফেতনায় পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।একজন নেক স্ত্রী সবসময় তার স্বামীকে ফেতনা থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করবে।

স্বামীর গোপন বিষয়ে গোপনীয়তা রক্ষা করাঃ

স্ত্রীর উচিৎ স্বামীর গোপন বিষয় গোপনে রাখা।এটা কারো সাথে শেয়ার না করা। এমনকি নিজের মা বোন কারো কাছেই না।বিশেষ করে শয্যাযাপনের কথাতো না-ই।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

সৎকর্মশীলা নারী বা সাধ্বী রমণী তাঁরা, যাঁরা অনুগতা এবং লোকচক্ষুর অন্তরালেও তাঁরা তা সংরক্ষণ করেন, যা আল্লাহ হেফাজত করেছেন।'

(সুরা নিসা: ৩৪)।

আল্লাহ তাআলা কোরআনুল করিমে বলেন, তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক।

(বাকারা, আয়াত: ১৮৭)

তাই স্ত্রীর উচিৎ গোপন বিষয়গুলো গোপন রাখা।কারো সাথেই নিজের দাম্পত্যজীবনের গোপন কথা শেয়ার করা উচিৎ না।এটা একটি আমানত।আমানতের খেয়ানত করা ঠিক না।

আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تَخُوۡنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوۡلَ وَتَخُوۡنُوۡۤا اَمٰنٰتِكُمۡ وَاَنۡتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ

'হে মুমিনরা! আল্লাহ ও রাসুলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা কোরো না এবং জেনেশুনে নিজেদের আমানতের খেয়ানত কোরো না।'

(সুরা আনফাল : ২৭)

গোপনীয়তা রক্ষার মাধ্যমে একটি পবিত্র ও অটুট বন্ধন গড়ে ওঠে।বিশ্বাস ও মজবুত হয়।কিন্তু গোপনীয়তা প্রকাশ পেয়ে গেলে এই পবিত্র ও অটুট বন্ধন ভেঙে যেতে সময় লাগে না।বিশ্বাসও ভেঙে যায় এতে।তাই এগুলো কাউকে বলা উচিৎ না।

রাগ করে চলে না যাওয়াঃ

অনেক সমর নারীরা রাগ হলেই বাবার বাড়ি চলে যান। বাবার বাড়ির লোকেরাও আর পাঠাতে চান না মেয়েকে।ফলে জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়।এতে সম্পর্ক নাজুক হয়।সংসার ভেঙে যাওয়ারও সম্ভাবনা থাকে।বাবার বাড়ি চলে যাওয়া কোন সমাধান না। এতে সমস্যা জটিল থেকে জটিলতর হয়। রাগারাগি হলে দুজনে বসে আলোচনা করে মিটিয়ে নিতে হবে। প্রয়োজনে মুখে তালা লাগাতে হবে। সঙ্গী খারাপ আচরণ করলে বিনিময়ে তার সাথে আরও ভালো আচরণ করতে হবে । ধৈর্য ধরতে হবে। একসময় সঙ্গী ভুল বুঝতে পারবে। তখন জয়ী আপনিই হবেন ইনশাআল্লাহ!!!

স্বামীর ঘর ও সম্পদের হেফাজত করাঃ

স্ত্রীর উচিৎ স্বামীর ঘরকে এবং তার সম্পদকে রক্ষা করা।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:
আর স্ত্রী তার স্বামীর ঘর ও সন্তানের ব্যাপারে দায়িত্বশীল।
(বুখারি:৪৯০৪,মুসলিম:৪৮২৮)
স্বামী যদি অনুপস্থিত থাকে তাহলে তার অপছন্দের কাউকে ঘরে প্রবেশ করতে না দেয়া।
রসুল(সঃ) বলেন,
“আর তাদের উপর তোমাদের অধিকার হল:
তারা তোমাদের অপছন্দনীয় ব্যক্তিদের দ্বারা তোমাদের বিছানা কলুষিত করবে না; আর তারা তোমাদের অপছন্দনীয় ব্যক্তিকে তোমাদের বাড়িতে প্রবেশের অনুমতি দেবে না।”
(তিরমিযি:৩০৮৭)
রসুল(সঃ)আরও বলেছেন,
“সর্বোত্তম নারী সেই, যার দিকে যখন তুমি তাকাও, তখন সে আনন্দ দেয়; আর যখন তুমি নির্দেশ প্রদান কর, তখন সে তোমার আনুগত্য করে; আর যখন তুমি তার থেকে অনুপস্থিত থাক, তখন সে তার নিজের ব্যাপারে তোমাকে এবং তোমার সম্পদকে হেফাযত করে।”

(তবারানী রহ. হাদিসটি ‘হাসান' সনদে বর্ণনা করেছেন)
স্ত্রীর উচিৎ স্বামীর অনুমতি ব্যতীত তার সম্পদ খরচ না করা বা কাউকে না দেওয়া।যদি স্বামী অনুমতি দেয় তাহলে প্রয়োজন অনুযায়ী খরচ করতে পারবে।দান সদকা করতে পারবে। তাহলে উভয়েই আল্লাহর কাছে পুরস্কার পাবে।

স্বামীর অনুমতি ব্যতীত নফল রোজা না রাখাঃ

স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর নফল রোজা রাখা উচিৎ না। জায়েজ নেই এটা।এক্ষেত্রে স্বামী তার হক থেকে বঞ্চিত হতে পারে এবং অসন্তুষ্টও হতে পারে।
আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত
তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:
‘‘কোন মহিলার জন্য জায়িয হবে না তার স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া কোন নফল রোযা রাখা এবং তার অনুমতি ছাড়া তার ঘরে কাউকে ঢুকতে দেয়া। কোন মহিলা তার স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার কোন সম্পদ ব্যয় করলে তার অর্ধেক তাকে ফেরত দিতে হবে’’।
(বুখারী ৫১৯৫; মুসলিম ১০২৬)
স্বামীর হকটা হলো ওয়াজিব। নফলকে ওয়াজিবের ওপর প্রাধান্য দেওয়া যাবে না। ইসলামী শরিয়তে ওয়াজিবের গুরুত্ব অনেক বেশি।তবে,স্বামী অনুমতি দিলে রোজা রাখতে কোন অসুবিধা নেই।

গৃহাভ্যন্তরে নারীর সাজসজ্জাঃ

অনেক নারী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সৌন্দর্য ও সাজসজ্জার ব্যাপারে উদাসীন। তারা এ বিষয়ে গুরুত্ব দেয় না। অনেকে বিয়ের প্রথম প্রথম এসবে গুরুত্ব দেয় কিন্তু পরে ভাবে এখন এসব না করলেও চলবে। কিন্তু তা ঠিক না। স্বামী যদি বাইরে থেকে এসে স্ত্রীকে সজ্জিত, পরিপাটি ও ছিমছাম অবস্থায় দেখে তাহলে তার মনটাই ভালো হয়ে যায়, চক্ষু শীতল হয়ে যায়। ক্লান্তি ভুলে যায়। স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। আর সংসারে তখন সুখ আসে।সম্পর্ক মজবুত হয়।
রাসূল (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলো,কোন নারী উত্তম?
তিনি (সাঃ) উত্তরে বললেন,
যে নারী তার স্বামীকে আনন্দিত করে, যখন স্বামী তার দিকে তাকায়।

(নাসাঈ হা/৩২৩১; মিশকাত হা/৩২২৭; ছহীহাহ হা/১৮৩৮)।

শরীয়ত নির্দেশিত পথে নারীরা সাজসজ্জা গ্রহণ করবে যেমনঃ চুল পরিপাটি রাখা, ভালো কাপড় পরা, সুগন্ধি ব্যবহার করা ঘরের মধ্যে।তবে কোন নাজায়েজ সাজ সজ্জা গ্রহণ করা যাবে না। যেমনঃঘন্টিযুক্ত নুপুর পরা,উটের কুঁজের মত চুল বাধা,টাইট ফিটিং পোষাক পরা,টিপ পরা,পুরুষের পোষাক পরা,ভ্রু প্লাক করা ইত্যাদি।

আব্দুল্লাহ(রাঃ)হতে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, আল্লাহ্ লা'নাত করেছেন ঐ সমস্ত নারীর প্রতি যারা অন্যের শরীরে উল্কি অংকণ করে, নিজ শরীরে উল্কি অংকণ করায়, যারা সৌন্দর্যের জন্য ভূরু-চুল উপড়িয়ে ফেলে ও দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে। সে সব নারী আল্লাহ্র সৃষ্টিতে বিকৃতি আনয়ন করে। এরপর বানী আসাদ গোত্রের উম্মু ইয়াকূব নামের এক মহিলার কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে সে এসে বলল, আমি জানতে পারলাম, আপনি এ ধরনের মহিলাদের প্রতি লা'নত করেছেন। তিনি বললেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যার প্রতি লা'নাত করেছেন, আল্লাহর কিতাবে যার প্রতি লা'নাত করা হয়েছে, আমি তার প্রতি লা'নাত করব না কেন? তখন মহিলা বলল, আমি দুই ফলকের মাঝে যা আছে তা (পূর্ণ কুরআন) পড়েছি। কিন্তু আপনি যা বলেছেন, তা তো এতে পাইনি।

'আবদুল্লাহ্ বললেন, যদি তুমি কুরআন পড়তে তাহলে অবশ্যই তা পেতে, তুমি কি পড়নি রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাক। মহিলাটি বলল, হাঁ নিশ্চয়ই পড়েছি। 'আবদুল্লাহ্ (রাঃ) বললেন, রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ কাজ করতে নিষেধ করেছেন। তখন মহিলা বলল, আমার মনে হয় আপনার পরিবারও এ কাজ করে তিনি বললেন, তুমি যাও এবং ভালমত দেখে এসো। এরপর মহিলা গেল এবং ভালভাবে দেখে এলো। কিন্তু তার দেখার কিছুই দেখতে পেলো না। তখন 'আবদুল্লাহ্ (রাঃ) বললেন, যদি আমার স্ত্রী এমন করত, তবে সে আমার সঙ্গে একত্র থাকতে পারত না।

(সহিহ বুখারি: ৪৮৮৬)

পুরুষ তার স্ত্রীর মাঝে সৌন্দর্য খুঁজে। তাই স্ত্রীকে পরিপাটি থাকতে হবে তবে কোন নাজায়েজ সাজসজ্জা গ্রহণ করা যাবে না।নিজের সাজসজ্জার পাশাপাশি ঘর বাড়ি এবং জিনিসপত্রও সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে হবে এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

মজার মজার খাবার রান্না করাঃ

যখন মানুষের ক্ষুধা লাগে তখন তার মেজাজ খিটখিটে থাকে। কোনকিছু ভালোভাবে চিন্তা করতে পারে না। আর যখন ক্ষুধা অবস্থায় মানুষ তার পছন্দের খাবার সামনে রেডি পায় তখন মনটা খুশিতে ভরে যায়। খাবার প্রস্তুত যে করেছে তার প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। আর প্রস্তুতকারী যদি স্ত্রী হয় তাহলেতো সোনায় সোহাগা। সেই স্ত্রী সহজেই তার স্বামীর মন জয় করতে পারে। তখন পরিবারে শান্তি আসে।

স্বামীর আনুগত্য করা কোন দাসবৃত্তি নয় বরং সুখী দাম্পত্যের মূল ভিত্তিঃ

নারীর উচিৎ স্বামীর অনুগত্য করা।স্বামীর অনুগত্য করা নারী জিহাদকারী মুজাহিদের মত প্রতিদান লাভ করবে। স্বামীর আনুগত্যে একজন নারীর জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। আমাদের অনেক নারীই এসব জানে না।অনেকে জানলেও মানে না। আমাদের সমাজে বেশিরভাগ সমস্যা সৃষ্টি হয় নারীর অবাধ্যতার জন্য। অথচ স্বামীর আনুগত্য করলে (শরীয়তসম্মত পথে অবশ্যই) শুধু ইহকালে না পরকালের জীবনেও সুখী হওয়া যায়।

আল্লাহ বলেন,

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ؕ فَالصّٰلِحٰتُ
قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ؕ وَالّٰتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ
وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

অর্থঃ

(মুফতী তাকী উসমানী)

পুরুষ নারীদের অভিভাবক, যেহেতু আল্লাহ তাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু পুরুষগণ নিজেদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে। সুতরাং সাধ্বী স্ত্রীগণ অনুগত হয়ে থাকে, (পুরুষের)অনুপস্থিতিতে আল্লাহ প্রদত্ত হিফাজতে (তার অধিকারসমূহ) সংরক্ষণ করে। আর যে সকল স্ত্রীর ব্যাপারে তোমরা অবাধ্যতার আশংকা কর, (প্রথমে) তাদেরকে বুঝাও এবং (তাতে কাজ না হলে) তাদেরকে শয়ন শয্যায় একা ছেড়ে দাও এবং (তাতেও সংশোধন না হলে) তাদেরকে প্রহার করতে পার। অতঃপর তারা যদি তোমাদের আনুগত্য করে, তবে তাদের বিরুদ্ধে কোনও (ব্যবস্থা গ্রহণের) পথ খুঁজো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকলের উপর, সকলের বড়।

(সূরা আন নিসা - ৩৪)

স্ত্রীর ওপর স্বামীর আনুগত্য করা ওয়াজিব, সেটি তার সাথে সফর হোক অথবা তার সাথে আনন্দ করার সুযোগ দেওয়ার বিষয় হোক বা অন্য যে কোনো চাহিদা হোক। এ কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতও প্রমাণ করে।

রসুল(সঃ) বলেন,

শ্রেষ্ঠ রমণী সেই, যার প্রতি তার স্বামী দৃষ্টিপাত করলে সে তাকে খোশ করে দেয়, কোন আদেশ করলে তা পালন করে এবং তার জীবন ও সম্পদে স্বামীর অপছন্দনীয় বিরুদ্ধাচরণ করে না।

(আস সিলসিলাতুস সহীহাহ: ১৮৩৮)

স্বামীর আনুগত্য করা কোন দাসবৃত্তি না,এটা একটা দায়িত্ব। আল্লাহ তায়ালার হুকুম।এটা ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ যা সন্তুষ্টির সাথে সম্পন্ন করা হয় মন থেকে।ভালোবাসার দায়িত্বকে দাসবৃত্তি কীভাবে বলা যায়?

স্বামীর ভুলগুলো এড়িয়ে যাওয়া, তার যত্ন নেওয়াঃ

স্ত্রীর উচিত স্বামীর ভুলগুলো এড়িয়ে চলা এবং ক্ষমা করে দেওয়া।সবকিছুতে স্বামীর দোষত্রুটি ধরা ঠিক না। যারা এমন করে থাকে তারা স্বামীর মনকে বিষিয়ে দেয়। দাম্পত্যজীবনে তখন পচন ধরে। স্ত্রীরা যেন সহনশীল হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে নিজেদের। স্বামীর কিছু ভুল এড়িয়ে যেতে হবে, কিছু ক্ষমা করে দিতে হবে। তবেই সংসার মধুর হবে।

রসুল(সঃ) বলেন,

আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়; (তখন আমি দেখি) তার অধিবাসীদের অধিকাংশই স্ত্রীলোক, যারা কুফরী করে। জিজ্ঞাসা করা হল: তারা কি আল্লাহর সঙ্গে কুফরী করে? তিনি বললেন: "তারা স্বামীর অবাধ্য হয় এবং ইহসান (সদ্ব্যবহার) অস্বীকার করে; তুমি যদি দীর্ঘকাল তাদের কারও প্রতি ইহসান করে থাক, এরপর সে তোমার সামান্য অবহেলা দেখলেই বলে, আমি কখনও তোমার কাছ থেকে ভাল ব্যবহার পাইনি।"

বুখারি,আল জামে উস সহীহ(৫১৯৭)

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

وَاِنۡ تَعۡفُوۡا وَتَصۡفَحُوۡا وَتَغۡفِرُوۡا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ

'আর যদি তোমরা তাদের মার্জনা করো, দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করো এবং ক্ষমা করো, তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান।'

(তাগাবুন, আয়াত : ১৪)
আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত,
রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,
যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের ভুল ক্ষমা করবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার ভুল ক্ষমা করবেন।
(ইবন মাজাহ, হাদিস : ২১৯৯)
এজন্য স্ত্রীর উচিৎ স্বামীর ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করা এবং অপরাধ বা ভুল-ভ্রান্তির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করা।
স্বামী রাগ করলে তা ভাঙ্গাতে হবে। স্বামীর প্রতি সকল রাগ, ক্ষোভ দূর করে ফেলতে হবে। তার ভালো গুণ স্মরণ করে তার প্রতি সন্তুষ্ট হতে হবে। এতে স্বামীও স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্ট হবে। স্বামী রেগে থাকলে তাকে বিরক্ত না করা। স্বামীর পরিবারের সবার সাথে ভালো ব্যবহার করা।বাড়িঘর আঙিনা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।স্বামীর খাওয়াদাওয়া ও খাবারের প্রতি যত্নবান হতে হবে। যদি কোন স্ত্রী এগুলো মেনে চলে তাহলে তার ঘর হবে সুখময়, ঘরে আসবে অনাবিল শান্তি।কিন্তু আজকাল এগুলো অনেকেই মেনে চলে না।ফলে ঘরে ঘরে অশান্তি,মনোমালিন্য, তালাক ইত্যাদি বেড়েই চলেছে। সংসার গুলো ভেঙ্গে যাচ্ছে।অনেক মহিলা আছে যারা জালিমের ভূমিকা পালন করে। স্বামীকে গালিগালাজ করে, বকাঝকা করে,খারাপ আচরণ করে কষ্ট দেয়। নানাভাবে স্বামীকে নির্যাতন করে। স্বামী কিছু দিতে পারলে খুশি হয় কিন্তু দিতে না পারলেই শুরু হয় এসব নির্যাতন। অনেকেতো স্বামীকে মারধোরও করে। স্বামীর কাছে অন্য পুরুষের প্রশংসা করে। ওমুক অনেক ভালো, এই করেছে,সেই করেছে, এই সংসারে এসে কী পেলাম? হেনতেন অনেক কথা। কথায় কথায় স্বামীকে অপমান করে। যে মহিলা স্বামীকে অসন্তুষ্ট করে ধর্মের বিরুদ্ধে যায় তার সংসারে সুখ আসবে কীভাবে? অনেকে বাড়িতে স্বামীর সামনে সাজ সজ্জা ছেড়ে দেয়, চুল উসকো খুসকো রাখে, পরিপাটি থাকে না। কিন্তু বাইরে গেলে পরপুরুষের সামনে সেজেগুজে থাকে,মুখের কথায় মধু ঝরে।অথচ স্বামীর সাথে খারাপ আচরণ করে। এসব থেকে দ্রুতই ফিরে আসতে হবে।তাহলেই সংসার হবে সুখের।

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দায়িত্বঃ

স্বামী হলো ঘরের প্রধান।তার যেমন অনেক অধিকার আছে তেমনি তার অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্যও আছে।একজন নেককার স্বামী তার সমস্ত দায়িত্ব কর্তব্য পালন করে

থাকেন।এতে সে আল্লাহর নৈকট্য ও পুরস্কার লাভের আশা করেন।স্বামীকে এই দায়িত্ব কর্তব্য পালন করতেই হবে কেননা এইগুলো রসুল(সঃ) এর অসিয়ত এবং স্বামী তার স্ত্রীর উপর দায়িত্বশীল।

রাসুল (সাঃ) বলেন,

তোমার ওপর তোমার শরীরের হক আছে; তোমার ওপর তোমার চোখের হক আছে এবং তোমার ওপর তোমার স্ত্রীরও হক আছে।

(বুখারি, হাদিস : ১৯৭৫, ৫১৯৯)

স্ত্রী হলো স্বামীর জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নেয়ামত।এই নেয়ামত এর হেফাজত করতে হবে এবং কদর করতে হবে।স্বামী তার দায়িত্ব পালন করবে কোন বিনিময় ছাড়াই কেননা আল্লাহ তায়ালা এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করবেন।তাই পুরুষকে তার দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করতে হবে।

স্ত্রীকে সম্মান করাঃ

স্বামীদের উচিৎ স্ত্রীদের সম্মান করা। এজন্য সম্মান করতে হবে যে, একজন স্ত্রীও আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তিনিও একজন মানুষ। তিনিই আপনার স্ত্রী।তিনিই আপনার সন্তানের মা।

তিনি আপনার প্রশান্তির মাধ্যম। তিনি আপনার সুখ দুঃখের সাথী। আপনার দ্বীনের ও ইমানের হেফাজতকারিনী। তার অবদান আরও অনেক ক্ষেত্রেই আছে। যে পুরুষের চিন্তাভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গি সংকীর্ণ সে তার স্ত্রীকে সম্মান করে না। আর যার দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাভাবনা বড় পরিসরের ও উদার সে স্ত্রীকে সম্মান করে।

কালিমাতুত তায়্যিবাঃ

স্ত্রীর সাথে উত্তম কথা বলতে হবে। কটুবাক্য বলা যাবে না এবং কর্কশভাবে কথা বলা যাবে না। মিষ্টি কথা বলতে হবে। যেমনঃ স্ত্রীর জন্য প্রার্থনা করা, তাকে প্রার্থনা শোনানো। তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে দুয়া করা যে তার প্রতি স্বামী সন্তুষ্ট। স্ত্রী অসুস্থ হলে তার মাথায় হাত রেখে তার সুস্থতার জন্য দুয়া করা। স্ত্রীর কথার উত্তর দেওয়া সুন্দরভাবে।

স্ত্রীর মন জয় করাঃ

পুরুষকে স্ত্রীর মন জয় করতে হবে তবেই ভালোবাসার স্বাদ পাওয়া যাবে। স্ত্রীর আত্মার সাথে সম্পর্ক গড়তে পারলেই তার হৃদয় জয় করা সম্ভব হবে। আর আত্মার সম্পর্কই হলো সুখী সংসারের ভিত্তি। মন জয় করার জন্য আল্লাহর কাছে দুয়া করতে হবে, স্ত্রীর ছোট খাটো বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখা, স্ত্রীর ভালো মন্দের খোজ খবর নেওয়া। কর্মস্থলে গিয়েও স্ত্রীর সাথে যোগাযোগ করা কাজের ফাঁকে ফাঁকে এবং বাসায় আসতে দেরি হলে আগেই স্ত্রীকে জানানো। স্ত্রীর জন্য গিফট নিয়ে আসা, তার দোষত্রুটি পিতামাতা ও বাচ্চাদের সামনে না বলা, তাকে সম্মান করা, হাসিমুখে কথা বলা, স্ত্রীকে অবহেলা না করা,তার সুখে সুখী হওয়া,তার কষ্টে কষ্ট পাওয়া ইত্যাদি। স্ত্রীর হৃদয় যে জয় করতে পারবে তার ঘরেই সুখের ঝর্ণা বয়ে যাবে। তাই স্ত্রীর হৃদয় জয় করার চেষ্টা করতে হবে।

লোকের কথা শুনেই বিশ্বাস না করাঃ

আমাদের আশেপাশে অনেক হিংসুক লোক আছে যারা অন্যের সুখ সহ্য করতে পারে না। তারা বিভিন্ন ছলাকলা ও দুষ্টবুদ্ধি করে সুখের সংসারে আগুন লাগায়। এতে তারা মিথ্যার আশ্রয় নেয়। তাই কেউ যদি পরিবারের কারো সম্পর্কে কিছু বলে তাহলে তা চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করা উচিৎ না। এতে পরিবারে অশান্তি নেমে আসে, পরিবার ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বরং কথাগুলো ভালোভাবে যাচাই করে দেখতে হবে সেগুলো সত্য নাকি মিথ্যা। এখানে শয়তান যেন কোনভাবেই জয়ী না হয় খেয়াল রাখতে হবে।

আল্লাহ বলেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِنۡ جَآءَكُمۡ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوۡۤا اَنۡ تُصِيۡبُوۡا قَوۡمًۢا بِجَهَالَةٍ فَتُصۡبِحُوۡا عَلٰى مَا فَعَلۡتُمۡ نٰدِمِيۡنَ

অর্থঃ

(মুফতী তাকী উসমানী)

হে মুমিনগণ! কোন ফাসেক যদি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তবে ভালোভাবে যাচাই করে দেখবে, যাতে তোমরা অজ্ঞতাবশত কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে না বস। ফলে নিজেদের কৃতকর্মের কারণে তোমাদেরকে অনুতপ্ত হতে হয়।

(আল হুজুরাত: ৬)

অবহেলা না করাঃ

বিয়ের প্রথমদিকে স্বামী-স্ত্রী যেভাবে একে অপরের দিকে খেয়াল রাখে,যত্ন নেয় পরে আর সেভাবে খেয়াল করে না, যত্ন নেয় না। আগে অফিসে গেলে যেভাবে খোঁজখবর নেওয়া হতো এখন আর তা হয় না। স্বামী আগের মত আর গিফট আনে না,স্ত্রী খেয়েছে কিনা তার খোঁজ নেয় না,অফিসের কাজের ফাঁকে ফাঁকে আর ফোন কল করে না।স্ত্রী আগে যেভাবে স্বামীকে গুরুত্ব দিত এখন আর দেয় না। স্বামী ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া করেছে কিনা,অফিসে ঠিকমতো পৌঁছাতে পেরেছে কিনা,তার শরীর মন কেমন যাচ্ছে তার খোঁজ রাখে না।অবহেলা শুরু হয়ে যায় উভয় পক্ষ থেকেই।এজন্য ভালোবাসা মারা যায় দুজনের মন থেকেই। আর ভালোবাসা না থাকলে সংসারে শান্তি আসা সম্ভব না। এজন্য স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে অবহেলা করা যাবে না। দুজন দুজনকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং দুজন দুজনের যত্ন নিতে হবে। কেউ কাউকে অবহেলা করা যাবে না।দুজন দুজনের ভালো মন্দের খোঁজ নিতে হবে।এ ব্যাপারে খুবই গুরুত্ব দিতে হবে।অবহেলা যেকোন সম্পর্কে মরিচা ধরায়।সম্পর্ককে মসৃণ করতে অবহেলা বাদ দিতে হবে।

গিফট বা হাদিয়া দেওয়াঃ

গিফট ভালোবাসাকে মজবুত ও দৃঢ় করে। স্বামী স্ত্রী একে অপরকে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে গিফট দিতে পারে। যেমন: স্বামীর পদোন্নতি, স্ত্রীর মা হওয়া, কুরআন খতম ইত্যাদি। গিফট যে দামী হতে হবে এমন না। আবার গিফট যে শুধু বস্তুই হতে হবে তাও না। বেড়াতে নিয়ে যাওয়াও গিফট হতে পারে। অনেকে বলে এসবের এখন বয়স নেই। এটা আসলে মূর্খতা। আনন্দের উপলক্ষ্যগুলো উদযাপনে গিফট দিন একে অপরকে। এতে সম্পর্ক আরও মজবুত ও গাঢ় হবে।

আয় বুঝে ব্যয় করাঃ

অনেক পুরুষ আছে যারা বেহিসাবি টাকা খরচ করে। টাকা হাতে আসলেই শেষ। এমনকি টাকা শেষ হয়ে গেলে কারো থেকে ঋণ নিয়ে হলেও খরচ করে।এক হাতে ঋণ নিবে অন্য হাতে খরচ করে ফেলবে। এভাবে ঋণগ্রস্ত হয়ে যায়। অনেকে ব্যবসা করতে গিয়েও ধরা খেয়ে ঋণগ্রস্ত হয়ে যায়।ফলে অশান্তি হয় পরিবারে। সংসারে অভাব আসে।অতিরিক্ত কোন কিছুই ভালো না।আমরা কৃপণতাও করব না তেমনি অপব্যয়ও

করব না।যেমন আয় হবে তেমন ব্যয় করব।সবসময় ভারসাম্য রক্ষা করে চলবো। তাহলে কারো কাছে হাত পাততে হবে না। ঋণও হবে না। অভাবেও পড়তে হবে না।তখন সংসারও হবে সুখময়।

আল্লাহ বলেন,

وَلَا تَجۡعَلۡ یَدَکَ مَغۡلُوۡلَۃً اِلٰی عُنُقِکَ وَلَا تَبۡسُطۡہَا کُلَّ الۡبَسۡطِ فَتَقۡعُدَ مَلُوۡمًا مَّحۡسُوۡرًا

অর্থঃ

(মুফতী তাকী উসমানী)

(কৃপণতাবশে) নিজের হাত ঘাড়ের সাথে বেঁধে রেখ না এবং (অপব্যয়ী হয়ে) তা সম্পূর্ণরূপে খুলে রেখ না, যদ্দরুণ তোমাকে নিন্দাযোগে ও নিঃস্ব হয়ে বসে পড়তে হবে।
(বনী ইসরাইল: ২৯)

প্রতিটি স্ত্রীর এই বিষয়টিতে গুরুত্ব দেওয়া উচিৎ।স্বামীকে মিতব্যয়ী হতে সাহায্য করতে হবে।প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন কিছু নেওয়ার জন্য স্বামীকে চাপ দেওয়া উচিৎ না। অনেকসময় স্ত্রীর চাহিদা পূরণ করতে স্বামী অন্যায়ের দিকে ধাবিত হয় এবং অপব্যয় করে। এর কুফল স্ত্রীকেও ভোগ করতে হবে।তাই সাবধান হতে হবে এ ব্যাপারে।

তুলনা না করাঃ

অনেক স্বামী অন্যের স্ত্রীর সাথে নিজের স্ত্রীর তুলনা করে। অন্যের স্ত্রীর সাথে নিজের স্ত্রীর তুলনা করে আফসোস করে। এতে তার স্ত্রী অপমানিত হন এবং কষ্ট পান। আবার অনেক স্ত্রী অন্যের স্বামীর সাথে নিজের স্বামীকে তুলনা করে আফসোস করে। এতে তার স্বামী কষ্ট পান। স্বামী স্ত্রী কারোরই এমন করা উচিৎ না।এমন তুলনা করলে মনটা বিষাদে ভরে যায়, সংসারে অশান্তি হয়। দাম্পত্যজীবনে অতৃপ্তি চলে আসে। আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক মানুষকে আলাদা সৌন্দর্য দান করেছেন।প্রত্যেক মানুষ তার নিজের মত সুন্দর।কেউ কারো মত না।এখানে তুলনা করা বোকামী ছাড়া কিছুই না।মানসিক শান্তির জন্য,আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তুলনা করা থেকে বিরত থাকা উচিৎ।

ভারসাম্য রক্ষা করে স্ত্রীর জন্য খরচ করা এবং কৃপণতা না করাঃ

আল্লাহ বলেন,

اَسۡکِنُوۡہُنَّ مِنۡ حَیۡثُ سَکَنۡتُمۡ مِّنۡ وُّجۡدِکُمۡ وَ لَا تُضَآرُّوۡہُنَّ لِتُضَیِّقُوۡا عَلَیۡہِنَّ ؕ وَ اِنۡ کُنَّ اُولَاتِ حَمۡلٍ فَاَنۡفِقُوۡا عَلَیۡہِنَّ حَتّٰی یَضَعۡنَ حَمۡلَہُنَّ ۚ فَاِنۡ اَرۡضَعۡنَ لَکُمۡ فَاٰتُوۡہُنَّ اُجُوۡرَہُنَّ ۚ وَ اۡتَمِرُوۡا بَیۡنَکُمۡ بِمَعۡرُوۡفٍ ۚ وَ اِنۡ تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَہٗۤ اُخۡرٰی ؕ

অর্থঃ

(মুফতী তাকী উসমানী)

তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তাদেরকে সেই স্থানে বাস করতে দাও, যেখানে তোমরা নিজেরা বাস কর। তাদেরকে সংকটে ফেলার জন্য কষ্ট দিও না। তারা গর্ভবতী হলে তাদের জন্য ব্যয় করতে থাক, যতক্ষণ না তারা সন্তান প্রসব করে। তারপর তারা যদি তোমাদের জন্য শিশুদের দুধ পান করায়, তবে তাদেরকে তাদের পারিশ্রমিক দিও। আর (পারিশ্রমিক নির্ধারণের জন্য) উত্তম পন্থায় নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে নিও। তোমরা যদি একে অন্যের জন্য সংকট সৃষ্টি কর, তবে অন্য কোন নারী তাকে দুধ পান করাবে।

আত ত্বালাক (আয়াত নং - ৬)

পরিবারের পিছনে খরচ করা স্বামীর দায়িত্ব। আর এটি শুধুই দায়িত্ব না, সদকাও এবং তা প্রতিদানপূর্ণ। তাই স্ত্রীর জন্য উদারহস্তে খরচ করতে হবে। খাবার দাবার ও ভরণপোষনে খরুচে হতে হবে।স্বামী তার স্ত্রীর জন্য খরচ করবে ন্যায়ভাবে।এক্ষেত্রে অপচয়ও করা যাবে না,আবার কৃপণতাও করা যাবে না।স্বামী যা খাবে স্ত্রীকেও তাই খাওয়াবে,আবার স্বামী যা পরবে স্ত্রীকেও তাই পরাবে।অর্থাৎ স্বামী সৎভাবে স্ত্রীর ভরনপোষনের দায়িত্ব পালন করবে।

আল্লাহর নাফরমানিতে ছাড় না দেওয়াঃ

আল্লাহ বলেন,

یٰۤاَیُّہَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا قُوۡۤا اَنۡفُسَکُمۡ وَ اَہۡلِیۡکُمۡ نَارًا وَّ قُوۡدُہَا النَّاسُ وَ الۡحِجَارَۃُ عَلَیۡہَا مَلٰٓئِکَۃٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا یَعۡصُوۡنَ اللّٰہَ مَاۤ اَمَرَہُمۡ وَ یَفۡعَلُوۡنَ مَا یُؤۡمَرُوۡنَ

অর্থঃ

(মুফতী তাকী উসমানী)

হে মুমিনগণ! নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে রক্ষা কর সেই আগুন থেকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। তাতে নিয়োজিত আছে কঠোর স্বভাব, কঠিন হৃদয় ফেরেশতাগণ, যারা আল্লাহর কোন হুকুমে তাঁর অবাধ্যতা করে না এবং সেটাই করে, যার নির্দেশ তাদেরকে দেওয়া হয়।
(আত তাহরিম:৬)

যেহেতু পুরুষ হলো স্ত্রীর অভিভাবক তাই স্ত্রীকে আল্লাহর হক আদায়ে সতর্ক করবে। কেননা স্ত্রী যদি আল্লাহর নাফরমানি করে তাহলে গুনাহ পুরুষের উপরও আসবে। এজন্য স্ত্রীকে বুঝাতে হবে।
আল্লাহ বলেন,

كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ

অর্থঃ
(মুফতী তাকী উসমানী)
তারা যেসব অসৎ কাজ করত, তাতে একে অন্যকে নিষেধ করত না। বস্তুত তাদের কর্মপন্থা ছিল অতি মন্দ।
(আল মায়িদাহ:৭৯)

আল্লাহ আরও বলেন,
اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَاۤ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ؕ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ؕ وَالّٰتِیْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا
অর্থঃ
(মুফতী তাকী উসমানী)
পুরুষ নারীদের অভিভাবক, যেহেতু আল্লাহ তাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু পুরুষগণ নিজেদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে। সুতরাং সাধ্বী স্ত্রীগণ অনুগত হয়ে থাকে, (পুরুষের)অনুপস্থিতিতে আল্লাহ প্রদত্ত হিফাজতে (তার অধিকারসমূহ) সংরক্ষণ করে। আর যে সকল স্ত্রীর ব্যাপারে তোমরা অবাধ্যতার আশংকা কর, (প্রথমে) তাদেরকে বুঝাও এবং (তাতে কাজ না হলে) তাদেরকে শয়ন শয্যায় একা ছেড়ে দাও এবং (তাতেও সংশোধন না হলে) তাদেরকে প্রহার করতে পার। অতঃপর তারা যদি

তোমাদের আনুগত্য করে, তবে তাদের বিরুদ্ধে কোনও (ব্যবস্থা গ্রহণের) পথ খুঁজো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকলের উপর, সকলের বড়।

সূরা আন নিসা (আয়াত নং - ৩৪)

দুঃখের বিষয় হলো পুরুষরা এ ব্যাপারে সচেতন না।তারা স্ত্রীকে শোধরাতে ভয় পায়। তারা দুর্বল হয়ে পড়ে।

আল্লাহর ভয় থেকে স্ত্রীর ভয় তাদের গ্রাস করে নিচ্ছে। ফলে সংসারে অশান্তি হচ্ছে। কারণ সে সংসারে যে আল্লাহর নাফরমানি করা হচ্ছে। আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে,

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

জেনে রেখো! তোমাদের প্রত্যেকেই একজন দায়িত্বশীল; আর তোমরা প্রত্যেকেই নিজ অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব ইমাম, যিনি জনগণের দায়িত্বশীল তিনি তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন। পুরুষ গৃহকর্তা তার পরিবারের দায়িত্বশীল; সে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। নারী তার স্বামীর পরিবার, সন্তান-সন্ততির উপর দায়িত্বশীল, সে এসব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। কোন ব্যাক্তির দাস স্বীয় মালিকের সম্পদের দায়িত্বশীল; সে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব জেনে রাখ, প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্বাধীন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

বুখারি:৭১৩৮,(আন্তর্জাতিক হাদিস নাম্বার)

তাই স্ত্রী যদি আল্লাহর নাফরমানি করে, তা বরদাশত করা যাবে না।তাকে বুঝাতে হবে,শুধরাতে হবে।

স্ত্রীর সাথে ভালো ব্যবহার করাঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত।

তিনি বলেন,

পার্থিব বস্তুর মধ্যে স্ত্রী ও সুগন্ধী আমার নিকট পছন্দনীয় করা হয়েছে এবং নামাযে রাখা হয়েছে আমার নয়নের প্রশান্তি।

(তাহকিক:হাসান।মিশকাত ৫২৬১,সহিহ জামে আস সগীর ৩১২৪)

একজন পুরুষের জন্য স্ত্রী হলো প্রিয় মানুষ।তার সাথে ভালো ব্যবহার করাই কাম্য।একজন মুমিন কখনোই স্ত্রীর সাথে খারাপ ব্যবহার করবে না।

স্ত্রীর সাথে স্বামীকে উত্তম আচরণ করতে হবে। আমাদের রসুল(সঃ) স্ত্রীদের সাথে ভালো ব্যবহার করতেন।

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

তিনি বলেন,

একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু'মিনদের মাতাদের কোন এক মাতার ঘরে ছিলেন। অপর এক মাতা খাদ্যভর্তি এক পেয়ালা পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যার কাছে অবস্থান করছিলেন, তিনি বাহকের হাতে আঘাত করলেন। এতে পেয়ালা হাত থেকে পড়ে ভেঙ্গে গেল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি ভাঙ্গা টুকরা নিয়ে একটি আরেকটির সাথে জোড়া দিলেন এবং তার মধ্যে খানা জমা করতে লাগলেন এবং বললেন (উপস্থিত সাহাবীদের লক্ষ্য করে বললেন) : তোমাদের মাতার আত্মাভিমানে লেগেছে (অন্য মাতা তার কাছে কিছু পাঠানোর কারণে)। তোমরা খাও। তারা খেলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তা নিজে ধরে রাখলেন। এরপরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যার কাছে ছিলেন তিনি একটি পেয়ালা আনলেন। অক্ষত পেয়ালাটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহককে দিয়ে দিলেন আর ভাঙ্গা পেয়ালাটি যিনি ভেঙেছেন তার ঘরে রাখলেন।

(তাহকিক:সহিহ।ইবনে মাজাহ :২৩৩৪)

আমাদের ভেবে দেখতে হবে,এই অবস্থাতেও রসুল(সঃ) রাগ করেন নি বরং ভালো ব্যবহার করেছেন।

স্ত্রীকে গালিগালাজ ও প্রহার না করাঃ

আল্লাহ বলেন,

وَمِنۡ اٰیٰتِهٖۤ اَنۡ خَلَقَ لَکُمۡ مِّنۡ اَنۡفُسِکُمۡ اَزۡوَاجًا لِّتَسۡکُنُوۡۤا اِلَیۡهَا وَجَعَلَ بَیۡنَکُمۡ مَّوَدَّۃً وَّرَحۡمَۃً ؕ اِنَّ فِیۡ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوۡمٍ یَّتَفَکَّرُوۡنَ

অর্থঃ

(মুফতী তাকী উসমানী)

তাঁর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য হতে স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে গিয়ে শান্তি লাভ কর এবং তিনি তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। ১১ নিশ্চয়ই এর ভেতর নিদর্শন আছে সেই সব লোকের জন্য, যারা চিন্তা-ভাবনা করে।

সূরা আর রুম (আয়াত নং - ২১)

আল্লাহ আরও বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا ؕ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

অর্থঃ

(মুফতী তাকী উসমানী)

হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য এটা হালাল নয় যে, তোমরা জোরপূর্বক নারীদের মালিক বনে বসবে। আর তাদেরকে এই উদ্দেশ্যে অবরুদ্ধ করে রেখ না যে, তোমরা তাদেরকে যা-কিছু দিয়েছ তার কিয়দংশ আত্মসাৎ করবে, অবশ্য তারা যদি প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়, তবে ভিন্ন কথা। আর তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন কর। তোমরা যদি তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে এর যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে যে, তোমরা কোনও জিনিসকে অপছন্দ করছ অথচ আল্লাহ তাতে প্রভূত কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।

সূরা আন নিসা (আয়াত নং - ১৯)

আয়িশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত,

তিনি বলেন :

রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেনঃ

তোমাদের মধ্যে উত্তম হল সে, যে তার পরিবারের কাছে উত্তম। আর আমি আমার পরিবারের কাছে উত্তম । তোমাদের এ সঙ্গী (অর্থাৎ আমি) যখন মারা যাবে, তার জন্য তোমরা দু'আ করবে।

হাদীসটি হাসান–সহীহ।

(তিরমিযি:৩৮৯৫)(ইবনে মাজাহ:১৯৭৭)

স্ত্রীকে গালিগালাজ করা যাবে না।তার সাথে সুন্দর ও উত্তম কথা বলতে হবে।মিষ্টি করে কথা বলতে হবে।ভুল হলে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বলতে হবে।তাছাড়া গালিগালাজ করা,

কটু কথা বলা ভালো মানুষের কাজ না।শয়তান এগুলো করায়। স্ত্রীকে অযথা মারধোর করা যাবে না। অযথা স্ত্রীকে মারধোর করার অনুমতি স্বামীকে দেওয়া হয় নি।স্ত্রী যদি স্বামীর শরীয়তসম্মত কথা না শোনে বা অবাধ্য হয় তাহলে তাকে ধাপে ধাপে বোঝাতে হবে বা শাসন করতে হবে শরীয়তসম্মত উপায়ে। প্রথমে তাকে বোঝাতে হবে, এতে কাজ না হলে কথা বলা বন্ধ করতে হবে,শয্যা ত্যাগ করবে।এরপরও কাজ না হলে তাকে সামান্য প্রহার করতে হবে আর সেটা করতে হবে শরীয়ত নির্দেশিত উপায়ে।কোন প্রতিশোধ বা প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে প্রহার করা যাবে না।রাগের বশবর্তী হয়ে বেদম প্রহার করা যাবে না।এমনভাবে প্রহার করাও যাবে না যাতে দাগ বসে যায়।চেহারাতেও প্রহার করা যাবে না।এই প্রহারের উদ্দেশ্য হবে শুধুমাত্র স্ত্রীকে ঠিক করা বা সংশোধন করা। এর বেশি হলেই জুলুম করা হবে যা গুনাহের কাজ।অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা জলুমের বদলা নিবেন। কেননা অন্যায়ভাবে প্রহার করলে আল্লাহ তায়ালা সেই স্ত্রীর অভিভাবক হয়ে সেই স্বামীকে শাস্তি দিবেন। তাই আল্লাহ যেভাবে, যেক্ষেত্রে যতটুকু প্রহারের অনুমতি দিয়েছেন সেইভাবে, সেক্ষেত্রে ততটুকুই প্রহার করা যাবে,এর বেশি কোন কিছু করা যাবে না।

স্ত্রীর জন্য পরিপাটি থাকা অর্থাৎ পুরুষদের সাজসজ্জা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাঃ

মানুষ মাত্রই সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে।সৌন্দর্য মনকে আকর্ষিত করে, মুগ্ধতা ছড়ায়। তাই পুরুষদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে সেই সাথে সাজসজ্জার প্রতি সতর্ক থাকতে হবে। যেমনঃঅনেক বড় বড় দাড়ি রাখা যাবে না। আবার এক মুষ্টির কমও রাখা যাবে না। অনেকের চুল এলোমেলো থাকে, জট পেকে যায় আঁচড়ায় না। এগুলো ঠিক না। আবার অনেকে বখাটে কাট দেয় চুলে। এসব বাদ দিতে হবে।

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

তিনি বলেনঃ

আমি হায়েয অবস্থায় আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মাথা আঁচড়ে দিতাম।

(বুখারি, ২৯৫)

পুরুষদের মুখে যাতে দুর্গন্ধ না থাকে সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। মেসওয়াক করতে হবে। প্রয়োজনে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। শরীরেও যাতে দুর্গন্ধ না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে, এজন্য আতর ও সুগন্ধি ব্যবহার করতে হবে।

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ
তিনি বলেন,
আমি যত উৎকৃষ্ট খুশবু পেতাম, তা নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -কে লাগিয়ে দিতাম। এমন কি সে খুশবুর ঔজ্জ্বল্য তাঁর মাথায় ও দাড়িতে দেখতে পেতাম।
বুখারি:৫৯২৩
(আধুনিক প্রকাশনী- ৫৪৯১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫৩৮৬)

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ
তিনি বলেন,
আমি নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -কে তাঁর মুহ্‌রিম অবস্থায় নিজ হাতে খুশবু লাগিয়ে দিয়েছি এবং মিনাতেও সেখান থেকে রওনা হবার আগে তাঁকে আমি খুশবু লাগিয়েছি।
(আধুনিক প্রকাশনী- ৫৪৯০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫৩৮৫)
(বুখারি:৫৯২২)
সুগন্ধি মানুষকে কাছে টানে। কিন্তু নারীরা শুধু ঘরের ভিতরে সুগন্ধি ব্যবহার করবে।
আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ
রসুল(সঃ) বলেনঃ
পার্থিব বস্তুর মধ্যে স্ত্রী ও সুগন্ধী আমার নিকট পছন্দনীয় করা হয়েছে এবং নামাযে রাখা হয়েছে আমার নয়নের প্রশান্তি।
(নাসাই:৩৯৩৯)
রসুল (সঃ) সুগন্ধি খুবই পছন্দ করতেন।তিনি পরিপাটি থাকার ব্যাপারে কতটা সচেতন ছিলেন তা আমরা বুঝতে পারছি এই হাদিসগুলো থেকে। সাহাবায়ে কেরামও এ ব্যাপারে অনেক সচেতন ছিলেন। আজকাল অনেকেই সৌন্দর্যের নামে ইসলামের পরিপন্থী অনেক কাজ করে থাকে যা অজ্ঞতার কারনেই হয়ে থাকে। অনেকে সিগারেট খায় যা ঠিক না। অনেকে বাহ্যিক সৌন্দর্যকে দ্বীনের খেলাফ মনে করে থাকে। সাজগোজ না করে তারা ভাবে যে তারা সাদাসিধা জীবনযাপন করে কিন্তু আসলে এটা শয়তানের ধোঁকা। পুরুষ যেমন নারীর সৌন্দর্য কামনা করে তেমনি নারীরাও পুরুষদের সৌন্দর্য কামনা করে। তাই নিজের যত্ন নিতে হবে।স্বামীকে স্ত্রীর জন্য পরিপাটি থাকতে হবে সবসময়।সাজসজ্জা এবং প্রসাধনীর দিকে খেয়াল রাখতে হবে।নিজেকে প্রাণবন্ত,সতেজ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

সোহাগ, খুনসুঁটি করাঃ

স্ত্রীর সাথে খুনসুঁটি করা উচিৎ। একটু দুষ্টুমি করলে সম্পর্ক মজবুত হয়।স্ত্রীকে সোহাগ করে সংক্ষিপ্ত নামে ডাকা যায়।

রসুল(সঃ) আয়েশা(রঃ) কে সংক্ষিপ্ত নামে ডাকতেন।যেমন তিনি "আয়েশ" বলেছেন সংক্ষিপ্ত করে।

Narrated Abu Salama:

`Aisha said, "Once Allah's Messenger (ﷺ) said (to me), 'O Aish (`Aisha)! This is Gabriel greeting you.' I said, 'Peace and Allah's Mercy and Blessings be on him, you see what I don't see' " She was addressing Allah 's Apostle.

(Bukhari:3768)

রসুল (সঃ) স্ত্রীর মুখে খাবার তুলে দিতেন।স্ত্রীর মুখে খাবার তুলে দেওয়াও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। এতে স্ত্রীর মন জয় করা যায়।ভালোবাসা গাঢ় হয়। এবং সদকার সওয়ারও পাওয়া যায়।

রসুল(সঃ) বলেন,

আর যা-ই তুমি খরচ করবে, তা-ই তোমার জন্য সদকা হবে। এমনকি যে লোকমাটি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দিবে, সেটাও।

(বুখারি:৫৩৫৪)

স্ত্রীকে আদর সোহাগে রাখলে, তার সাথে খুনসুঁটি করলে হৃদ্যতা বাড়ে, দাম্পত্য জীবনে সুখ শান্তি স্থায়ী হয়।

ক্ষমা করার গুণ থাকতে হবেঃ

সংসারে স্থায়ী সুখের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ক্ষমা। সবসময় সব ভুল ধরতে নেই। কিছু কিছু ভুল দেখেও না দেখার ভান করতে হয়। মনে রাখতে হবে স্ত্রীও একজন

মানুষ। সে ভুলের ঊর্ধ্বে না। দ্বীনি বিষয় হলে ভিন্ন কথা। সেক্ষেত্রে ক্ষমা করতে পারেন শুধু আল্লাহ।
আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে,
নবী (ﷺ) বলেছেনঃ
আদম সন্তানদের প্রত্যেকেই গুনাহগার। আর গুনাহগারদের মধ্যে তাওবাকরী ব্যক্তিরা হল উত্তম।
(তিরমিযি: ২৪৯৯)
একজন পুরুষ নারীর সাথে সংসার করে। পুরুষদের মনে রাখতে হবে যে, স্ত্রী সংসারে অনেক কাজ করে সারাদিন আর অনেক কাজের মধ্যে ভুল হওয়াটাই স্বাভাবিক। যে স্বামী এটা স্বাভাবিকভাবে নিতে পারবে না, আসলে সমস্যাটা তারই। সে নিজেও অনেক ভুল করে কিন্তু তা চোখে পড়ে না।অথচ স্ত্রীর টা চোখে পড়ে। রসুল(সঃ) নারীদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে বলেছেন।
Narrated Abu Huraira:
Allah 's Apostle said, "Treat women nicely, for a women is created from a rib, and the most curved portion of the rib is its upper portion, so, if you should try to straighten it, it will break, but if you leave it as it is, it will remain crooked. So treat women nicely."
(Sahih Al Bukhari:3331)
তাই স্ত্রীর সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে।

স্বামী যদি শুধু স্ত্রীর ভুল ধরতেই থাকে তাহলে স্ত্রীও একসময় তার ভুল ধরতে শুরু করবে। আর তখন সংসারে ফাটল ধরবে, অশান্তি হবে।
আল্লাহ বলেন,

یٰۤاَیُّہَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا لَا یَحِلُّ لَکُمۡ اَنۡ تَرِثُوا النِّسَآءَ کَرۡہًا ؕ وَ لَا تَعۡضُلُوۡہُنَّ لِتَذۡہَبُوۡا بِبَعۡضِ مَاۤ اٰتَیۡتُمُوۡہُنَّ اِلَّاۤ اَنۡ یَّاۡتِیۡنَ بِفَاحِشَۃٍ مُّبَیِّنَۃٍ ۚ وَ عَاشِرُوۡہُنَّ بِالۡمَعۡرُوۡفِ ۚ فَاِنۡ کَرِہۡتُمُوۡہُنَّ فَعَسٰۤی اَنۡ تَکۡرَہُوۡا شَیۡئًا وَّ یَجۡعَلَ اللّٰہُ فِیۡہِ خَیۡرًا کَثِیۡرًا

অর্থঃ
(মুফতী তাকী উসমানী)

হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য এটা হালাল নয় যে, তোমরা জোরপূর্বক নারীদের মালিক বনে বসবে। আর তাদেরকে এই উদ্দেশ্যে অবরুদ্ধ করে রেখ না যে, তোমরা তাদেরকে যা-কিছু দিয়েছ তার কিয়দংশ আত্মসাৎ করবে, অবশ্য তারা যদি প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়, তবে ভিন্ন কথা। আর তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন কর। তোমরা যদি তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে এর যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে যে, তোমরা কোনও জিনিসকে অপছন্দ করছ অথচ আল্লাহ তাতে প্রভূত কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।

সূরা আন নিসা (আয়াত নং - **১৯**)

স্ত্রীর ভুল এড়িয়ে চলতে হবে। তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস করতে হবে।আমাদের প্রিয় নবী (সঃ) এবং সাহাবায়ে কেরামগণও স্ত্রীর ভুল এড়িয়ে যেতেন।তাদের অনুসরণেই জীবনে শান্তির দেখা মিলবে।

সময় দেওয়ার অভ্যাস করতে হবেঃ

স্ত্রীকে সময় দিতে হবে। অনেকে বাইরে থেকে কাজ করে এসে বাসায় টিভি, মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। স্ত্রীর দিকে খেয়াল নেই। এটা ঠিক না। স্ত্রীর সাথে গল্পগুজব করা দরকার। স্ত্রীর কথাগুলো শোনা জরুরী।এতে সে মানসিক শান্তি পায়।তার কথা শুনতে বিরক্ত হওয়া যাবে না।অবশ্যই স্ত্রীর সঙ্গে কোন নাজায়েজ বিষয়ে গল্প গুজব করা ঠিক না, গীবত পরচর্চা করা উচিৎ না। সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

রসুল (সঃ) স্ত্রীদের সময় দিতেন, গল্প করতেন। তাদের থেকে গল্প শুনতেন। উত্তম আচরণ করতেন।
আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত।
রাসূল (ﷺ) বলেছেন,
নারীরা হচ্ছে পাঁজরের হাঁড়ের ন্যায়। যদি তোমরা তাকে একেবারে সোজা করতে চাও, তাহলে ভেঙ্গে যাবে। সুতরাং, যদি তোমরা তাদের থেকে লাভবান হতে চাও, তাহলে ঐ বাঁকা অবস্থাতেই লাভবান হতে হবে।

(বুখারি:৪৮১০)

স্ত্রীকে সময় না দিয়ে তার থেকে শুধু কাজ করিয়ে নিলেতো হবে না।তারও সময় প্রয়োজন,তার মানসিক সাপোর্ট প্রয়োজন,আরামের প্রয়োজন।তাকে শুধু টাইট দিয়ে রাখা যাবে না,অনেক সময় তার বক্রতাতেই আসল সৌন্দর্য প্রকাশ পায়।বেশি সোজা করতে গেলে অশান্তি শুরু হবে।

পরামর্শ করাঃ

স্ত্রীর সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ করা জরুরী। স্ত্রীরা অনেক সময় সত্যিই অনেক ভালো পরামর্শ দিয়ে থাকে যা গ্রাহ্য করলে অনেক উপকার হয়।রসুল (সঃ) ওহির বিষয়ে স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেছেন।এতে তিনি সাপোর্ট পেয়েছেন,উৎসাহ পেয়েছেন,তাতে ভয় কমেছে।

জিব্রাঈল(আঃ) কর্তৃক ওহী[সুরা আলাকের প্রথম ৫ আয়াত] নিয়ে রসুল(সঃ) ফিরে আসেন খাদিজা(রাঃ) এর কাছে।

সহীহ বুখারীর ভাষ্য অনুযায়ী,

এ আয়াত নিয়ে রাসুলুল্লাহ ফিরে এলেন। তাঁর অন্তর তখন কাঁপছিল। তিনি খাদীজা বিন্ত খুওয়ালিদের কাছে এসে বললেন, আমাকে চাঁদর দিয়ে ঢেকে দাও, আমাকে চাঁদর দিয়ে ঢেকে দাও। ’ তিনি তাঁকে চাঁদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। অবশেষে তাঁর ভয় দূর হল। তখন তিনি খাদীজা(রাঃ) এর কাছে সকল ঘটনা জানিয়ে তাঁকে বললেন, আমি নিজের উপর আশংকা বোধ করছি। খাদীজা (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, কক্ষনো না। আল্লাহ্‌ আপনাকে কক্ষনো অপমানিত করবেন না। আপনিতো আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করেন, অসহায় দুর্বলের দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্বকে সাহায্য করেন, মেহমানের মেহমানদারী করেন এবং দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন। এরপর তাঁকে নিয়ে খাদীজা (রাঃ) তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনু নাওফিল(অথবা নাওফাল) ইবনু আবদুল আসা’দ ইবনু আবদুল উযযার কাছে গেলেন।

তথ্যসূত্রঃ

(সহীহ বুখারী (ই.ফা.); অধ্যায়ঃ ১ - ওহীর সূচনা; হাদিস নং : ৩)

পরামর্শ করলে একে অপরের রুচিবোধ সম্পর্কে জানা যায়। সম্পর্ক দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়। বরকত পাওয়া যায়। আল্লাহ তায়ালা স্বামী স্ত্রীকে একে অপরের প্রশান্তির কারন বানিয়ে দিয়েছেন এজন্য অন্তর প্রশান্ত হয়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের নানা সমস্যা তাঁর স্ত্রীদের কাছে জানাতেন। তাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরামর্শ দিতেন। যেমনঃ হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফিরদের সাথে চুক্তি শেষ করে সাহাবাদেরকে হাদির পশু যবাই করতে নির্দেশ দেন। কিন্তু তাঁরা রাসূলের হিকমত বুঝতে না পেরে যবাই করতে বিলম্ব করেন, এতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হয়ে উম্মে সালামাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহার নিকট প্রবেশ করে ঘটনা জানান। তিনি এ সমস্যা সমাধানে সুন্দর মতামত দেন।“(এ ঘটনাটি উল্লেখ করে) উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন, আমি এর জন্য (অর্থাৎ ধৈর্যহীনতার কাফফারা হিসাবে) অনেক নেক আমল করেছি। বর্ণনাকারী বলেন, সন্ধিপত্র লেখা শেষ হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে বললেন, তোমরা উঠ এবং যবাই কর ও মাথা কামিয়ে ফেল। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা তিনবার বলার পরও কেউ উঠলেন না। তাদের কাউকে উঠতে না দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে সালামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে এসে লোকদের এ আচরণের কথা বলেন। উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, হে আল্লাহর নবী, আপনি যদি তাই চান, তাহলে আপনি বাইরে যান ও তাদের সাথে কোনো কথা না বলে আপনার উট আপনি নাহর (যবেহ) করুন এবং ক্ষুরকার ডেকে মাথা মুড়িয়ে নিন। সে অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেরিয়ে গেলেন এবং কারো সাথে কোনো কথা না বলে নিজের পশু যবাই করলেন এবং ক্ষুরকার ডেকে মাথা মুড়িয়ে নিলেন। তা দেকে সাহাবীগণ উঠে দাঁড়ালেন ও নিজ নিজ পশু কুরবানী দিলেন এবং একে অপরের মাথা কামিয়ে দিলেন। অবস্থা এমন হলো যে, ভীড়ের কারণে একে অপরের উপর পড়তে লাগলেন। (বুখারি:২৭৩১)

এভাবে রসুল(সঃ)স্ত্রীদের পরামর্শ শুনেছেন,তাদের মতামতের সম্মান দিয়েছেন। পারিবারিক ব্যাপারে পরামর্শ করেছেন।সকল পুরুষকে রসুল(সঃ)এর আদর্শ অনুসরণ করতে হবে তবেই দাম্পত্যজীবন হবে সুখে পরিপূর্ণ।

স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসাঃ

স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করতে হবে কথা ও কাজের মাধ্যমে। মিষ্টি ও সুন্দর কথায় ভালোবাসা প্রকাশ করতে হবে। তাকে বলতে হবে যে, 'আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি'। এতে স্ত্রী অনেক খুশি হবে। সন্তুষ্ট হবে। আবার কাজের মাধ্যমেও বুঝাতে হবে যে স্বামী তার স্ত্রীকে অনেক ভালোবাসে। এটা আমরা আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সঃ) এর জীবনী থেকেই জানতে পারি।

আম্‌র ইব্‌নু 'আস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন,

আমি নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, মানুষের মধ্যে কে আপনার নিকট সবচেয়ে প্রিয়? তিনি বললেন, 'আয়িশাহ্! আমি বললাম, পুরুষদের মধ্যে কে? তিনি বললেন, তাঁর পিতা (আবূ বাক্‌র)। আমি জিজ্ঞেস করলাম, অতঃপর কোন লোকটি? তিনি বললেন, 'উমার ইব্‌নু খাত্তাব অতঃপর আরো কয়েকজনের নাম করলেন।

(সহিহ বুখারী-৩৬৬২)

উত্তম সহাবস্থানঃ

আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (সঃ) স্ত্রীর সাথে খেলাধুলা করতেন,রসিকতা করতেন,দৌড় প্রতিযোগিতা করতেন।

আয়িশাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন

তিনি এক সফরে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে ছিলেন। তিনি বলেন, আমি তাঁর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করে তার আগে চলে গেলাম। অতঃপর আমি মোটা হয়ে যাওয়ার পর তার সাথে আবারো দৌড় প্রতিযোগিতা করলাম, এবার তিনি আমাকে পিছে ফেলে দিলেন বিজয়ী হলেন। তিনি বলেন, এই বিজয় সেই বিজয়ের বদলা।

(সুনানে আবু দাউদ- ২৫৭৮)

রসুল(সঃ) স্ত্রীদের সাথে উত্তম সহাবস্থান করতেন।বয়স ৫০ পেরিয়ে গেছে তবুও তিনি দৌড় প্রতিযোগিতা করেছেন,এই বয়সে এসেও তিনি এমন করেছেন।আর এখন আমাদের অল্প বয়সী ভাইয়েরা এসব ভুলে যান।এদিকে খেয়ালই করেন না।রসুল(সঃ) ঋতুবতী স্ত্রীর সাথেও এক কাথার ভেতর ঘুমাতেন,এক পাত্র থেকে গোসল করতেন।

আয়িশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন,

আমি ও নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একই পাত্র হতে গোসল করতাম।সেই পাত্রকে ফারাক বলা হতো।

(সহিহ বুখারী- ২৫০)

অথচ এই যুগের ভাইয়েরা অযুহাত দেন যে বয়স হয়ে গেছে। এখন নাকি এগুলো মানায় না,এগুলোর প্রয়োজন নেই।অনেকে স্ত্রীকে গালিগালাজ করে,কটুক্তি করে যা মোটেও উচিৎ না।কিন্তু আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মাদ(সঃ) এর উপর এত এত দায়িত্ব থাকা সত্বেও স্ত্রীদের জন্য সময় বের করতেন,স্ত্রীদের ঘরের কাজে সাহায্য করতেন।ভালো ব্যবহার করতেন।অর্থাৎ উত্তম সহাবস্থান করতেন।

স্ত্রীকে কখনো ছেড়ে না যাওয়াঃ

স্ত্রীকে কখনো ছেড়ে যাওয়া যাবে না।ঘর থেকে বের করে দেওয়া যাবে না।তার ভুল ত্রুটি থাকলে তাকে শরীয়তসম্মত উপায়ে শিক্ষা দিতে হবে।সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।শাসনের জন্য শয্যা ত্যাগ করা যাবে কিন্তু ঘর থেকে বের করে দেওয়া যাবে না।

স্ত্রীর গোপনীয়তা রক্ষা করাঃ

স্ত্রীর গোপনীয় বিষয়গুলো কারো কাছে প্রকাশ করা যাবে না।বিশেষ করে একান্ত গোপনীয় বিষয়গুলো।গোপন বিষয় গোপন রাখা আমানত।

আবূ সা‘ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

‘‘কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ সেই ব্যক্তি হবে, যে স্ত্রীর সঙ্গে মিলন করে এবং স্ত্রী তার সঙ্গে মিলন করে। অতঃপর সে তার (স্ত্রীর) গোপন কথা প্রকাশ করে দেয়।’’

(মুসলিম ১৪৩৭)

গোপন বিষয় যদি প্রকাশ করা হয় তাহলে অনেক বিপর্যয় দেখা দিবে। বিশেষ করে স্বামী স্ত্রীর গোপন বিষয়। মানুষ যখন কারো প্রাইভেট বিষয় জেনে যায় তখন সেটা লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অনেক বিশৃংখলা ও তৈরি হয়। এ ব্যাপারে তাই সতর্ক হতে হবে।

স্ত্রীকে না রাগানোঃ

স্ত্রী কোন কোন বিষয়ে রেগে যায় সেটা খেয়াল রাখতে হবে।তাকে রাগানো যাবে না।তার দোষগুলো বড় করে না দেখে তার গুনগুলো বড় করে দেখতে হবে।সে রেগে গেলে তার রাগ ভাঙ্গাতে হবে।সে যেসব কাজে বা কথায় রেগে যায়,সেই কাজ বা কথা থেকে বিরত থাকতে হবে।এতে সেও খুশি হবে,সংসারও সুখের হবে।

কঠোর আচরণ না করাঃ

স্ত্রীর সাথে নরম ও কোমল আচরণ করতে হবে।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

তোমরা নারীদেরকে উত্তম নাসীহাত প্রদান করবে। কেননা নারী জাতিকে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড়গুলোর মধ্যে উপরের হাড়টি বেশী বাঁকা। তুমি যদি তা সোজা করতে যাও, তাহলে তা ভেঙ্গে যাবে আর যদি ছেড়ে দাও, তাহলে সব সময় তা বাঁকাই থাকবে। কাজেই নারীদেরকে নাসীহাত করতে থাক।

(বুখারি ৩৩৩১)

স্ত্রী যেমন আছে সেভাবেই তাকে মেনে নিতে হবে। বক্রতাও এক প্রকার সৌন্দর্য, সেটা বুঝতে হবে।

তবে বক্রতার নামে যদি আল্লাহর নাফরমানি করে তা ছাড় দেওয়া যাবে না। তাকে শাসন করতে হবে তখন। ধৈর্য ধরতে হবে। বিচক্ষণ হতে হবে।

তিনি রসুল(সঃ)বলেনঃ

তোমরা নারীদের সাথে উত্তম ব্যবহারের উপদেশ শুনে নাও। কেননা তারা তোমাদের নিকট আবদ্ধ আছে। এর অধিক তাদের উপর তোমাদের কর্তৃত্ব নাই যে, তারা যদি প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়, সত্যিই যদি তারা তাই করে, তবে তোমরা তাদেরকে পৃথক বিছানায় রাখবে এবং আহত হয় না এরূপ হালকা মারধর করবে। অতঃপর তারা তোমাদের অনুগত হয়ে গেলে তাদের উপর আর বাড়াবাড়ি করো না।

স্ত্রীদের উপর তোমাদের যেমন অধিকার রয়েছে, তোমাদের উপরও তাদের অধিকার আছে। তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের অধিকার এই যে, তারা তোমাদের শয্যা তোমাদের অপছন্দনীয় লোকেদের দ্বারা মাড়াবে না এবং তোমাদের অপছন্দনীয়

লোকেদেরকে তোমাদের ঘরে প্রবেশানুমতি দিবে না। সাবধান! তোমাদের উপর তাদের অধিকার এই যে, তাদের ভরণপোষণ, পোশাক-পরিচ্ছদ ও সজ্জার ব্যাপারে তোমরা তাদের প্রতি শোভনীয় আচরণ করবে।

(ইবনে মাজাহ ১৮৫১)

স্ত্রীর রাগের সময় সহনশীল হতে হবে। এক্ষেত্রে রসুল (সঃ) এর আদর্শ অনুসরণ করতে হবে।

তার আদর্শ অনুসরণ করলেই সকল সমস্যার সমাধান মিলবে।

স্ত্রীর উপর কোন কিছু চাপিয়ে না দেওয়াঃ

স্ত্রীর কাছে থেকে যতটুকু স্বাভাবিকভাবে আদায় করা যায় তাতেই রাজি ও সন্তুষ্ট থাকতে হবে।তার উপর জোর করে কোন কিছু চাপিয়ে দেওয়া উচিৎ না।এতে সংসারে অশান্তি হবে।তাছাড়া এটা জুলুমও হবে।জোর করে কোন কাজ চাপালে তাতে ভুল হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে।কাজটি ঠিকঠাক করা হবে না।তাই সাধ্যের বাইরে জোর করে কোন কিছু চাপিয়ে দেওয়া যাবে না।এতে ফল ভালো হবে না।

মহানবী (সঃ) বলেছেন,

"সে জাতি কোন দিন সফলকাম হতে পারে না, যে জাতি তাদের শাসন ক্ষমতা একজন নারীর হাতে তুলে দেয়।"

(বুখারী ৪৪২৫ নং)

তাই পুরুষেরা সব কাজ স্ত্রীর উপর চাপাবেন না।এতে অনেক কাজ যেমন তাদের সাধ্যের বাইরে হবে তেমনি অনেক চাপেরও হবে,তখন কাজটা ভালোভাবে সম্পন্নও হবে না।অযথায় স্ত্রীকে চাপ দেওয়া হবে তাতে।এতে তার মন অসন্তুষ্টও হবে।

ঘরের কাজে সাহায্য করাঃ

পুরুষকে মনে রাখতে হবে স্ত্রীকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে। অন্য সবার মত তারও বিশ্রাম ও আরামের দরকার আছে। তাই স্ত্রীর কাজে সাহায্য করতে হবে। বাড়িতে থাকাবস্থায় যতটা সম্ভব নিজের কাজ নিজে করা উচিৎ এবং স্ত্রীকে সাহায্য করা উচিৎ। নবী(সঃ) জুতা পরিষ্কার করতেন, সেলাই করতেন, ঝাড়ু দিতেন। আযান হলে নামাজে যেতেন।

আসওয়াদ (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন,

আমি ‘আয়িশা (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘরে থাকা অবস্থায় কী করতেন? তিনি বললেন, ঘরের কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকতেন। অর্থাৎ পরিবারবর্গের সহায়তা করতেন। আর সালাতের সময় হলে সালাতের জন্য চলে যেতেন।

(বুখারি, ৬৭৬)

তাই বাসায় শুধু শুধু বসে না থেকে স্ত্রীকে ঘরের কাজে সাহায্য করা উচিৎ। এতে ভালোবাসাও মজবুত হয়।

আবেগ অনুভূতি, পছন্দ-অপছন্দের প্রতি খেয়াল রাখাঃ

পুরুষ অবশ্যই স্ত্রীর আবেগ অনুভূতি, পছন্দ অপছন্দের খেয়াল রাখবে। তেমনি স্ত্রীও স্বামীর এসব বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখবে। জীবনসঙ্গী কী কী পছন্দ করে, কোন কোন বিষয়ে রাগ করে বা অপছন্দ করে সেসব দিকে খেয়াল করে সে অনুযায়ী কাজ করতে হবে। যদি এসব বিষয়ে খেয়াল করে চলা যায় তাহলে দাম্পত্যজীবনের অনেক সমস্যার সমাধান সহজ হয়ে যায়। আমাদের রসুল (সঃ) সূক্ষ্ম বিষয়ও খেয়াল করতেন।

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বললেন,

“আমি জানি কখন তুমি আমার প্রতি খুশী থাক এবং কখন রাগান্বিত হও।” আমি বললাম, কি করে আপনি তা বুঝতে সক্ষম হন? তিনি বললেন, তুমি প্রসন্ন থাকলে বল, না! মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) - এর রব-এর কসম! কিন্তু তুমি আমার প্রতি নারাজ থাকলে বল, না! ইব্‌রাহীম (আঃ) - এর রব-এর কসম! শুনে আমি বললাম, আপনি ঠিকই বলেছেন। আল্লাহ্‌র কসম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! সে ক্ষেত্রে শুধু আপনার নাম উচ্চারণ করা থেকেই বিরত থাকি।

(বুখারি:৫২২৮)

(আধুনিক প্রকাশনী- ৪৮৪৫, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৪৮৪৮)

নবী (সঃ) এর আদর্শ অনুসরণ করলেই দাম্পত্যজীবন হবে সুখময়।

নিজের ভালোগুলো স্ত্রীর নিকট ফুটিয়ে তোলাঃ

স্ত্রীর নিকট স্বামীর ভালো গুনগুলোর বহিঃপ্রকাশ করতে হবে।তার সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে।অনেকেই আছে যারা বাইরে বা নিজের বন্ধুদের সাথে আড্ডায় নিজের

সর্বোচ্চ ভালো বা সেরা আচরণ করে কিন্তু বাড়িতে এসেই সে সিংহ হয়ে যায়।গালিগালাজ,কটু কথা বলতে থাকে,অথবা কথাই বলে না।বাইরে যতই ভালো আচরণ করা হোক না কেন স্ত্রীর সাথে যদি ভালো আচরণ না করা হয় তাহলে সে কখনোই ভালো মানুষ হতে পারে না।তাই শ্রেষ্ঠ হতে হলে অবশ্যই স্ত্রীর সাথে ভালো আচরণ করেত হবে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

তোমাদের মধ্যে ঈমানে পরিপূর্ণ মুসলমান হচ্ছে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি। যেসব লোক নিজেদের স্ত্রীদের নিকট উত্তম তারাই তোমাদের মধ্যে অতি উত্তম।

(তিরমিজি:১১৬২)

স্ত্রীর দোষ ত্রুটি ভুলে গিয়ে তাকে ক্ষমা করে দিতে হবে।ধৈর্য ধরতে হবে।এমন অনেক নারী পুরুষ আছে যারা দিন শেষে কথা বলতে গিয়ে উভয়ে উভয়ের দোষ ত্রুটি ভুলে যান,কিছুই মনে থাকে না।থাকে শুধু ভালোবাসা।

স্ত্রীকে দ্বীন শিক্ষা দেওয়া ও জাহান্নাম থেকে রক্ষা করাঃ

আল্লাহ বলেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا قُوۡۤا اَنۡفُسَكُمۡ وَاَهۡلِيۡكُمۡ نَارًا وَّقُوۡدُهَا النَّاسُ وَالۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلٰٓـئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعۡصُوۡنَ اللّٰهَ مَاۤ اَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُوۡنَ مَا يُؤۡمَرُوۡنَ

অর্থঃ

(মুফতী তাকী উসমানী)

হে মুমিনগণ! নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে রক্ষা কর সেই আগুন থেকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। তাতে নিয়োজিত আছে কঠোর স্বভাব, কঠিন হৃদয় ফেরেশতাগণ, যারা আল্লাহর কোন হুকুমে তাঁর অবাধ্যতা করে না এবং সেটাই করে, যার নির্দেশ তাদেরকে দেওয়া হয়।

সূরা আত তাহরীম (আয়াত নং - ৬)

একজন স্বামী অবশ্যই তার স্ত্রীকে দ্বীনের শিক্ষা দিবে।আমাদের সবাইকে আল্লাহ তায়ালার ইবাদাত করতে হবে,এজন্য আল্লাহর বিধানাবলি জানা জরুরী।যদি সে সম্পর্কে না জানি,তাহলে কীভাবে আল্লাহর আদেশ নিষেধ মেনে চলব?এজন্য প্রত্যেক স্বামীকে এগুলো জানাতে হবে তার স্ত্রীকে।এগুলো শিক্ষা দিতে

হবে।আকিদা,বিদআত,হালাল,হারাম,জায়েজ,নাজায়েজ,ফরজ,ওয়াজিব,সুন্নাত,নফল ইত্যাদি বিষয়ে স্ত্রীকে শিক্ষা দিতে হবে।এসব না জানলে মানাও সম্ভব না।আর না মানলে আল্লাহ তায়ালার জাহান্নাম প্রস্তুত আছে।জাহান্নামে যেতে হবে।স্ত্রীকে তাই জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে স্বামী দ্বীন শিক্ষা দিবে।স্বামী স্ত্রীকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করবে। আল্লাহ বলেন,

وَأۡمُرۡ اَہۡلَکَ بِالصَّلٰوۃِ وَاصۡطَبِرۡ عَلَیۡہَا ؕ لَا نَسۡـَٔلُکَ رِزۡقًا ؕ نَحۡنُ نَرۡزُقُکَ ؕ وَالۡعَاقِبَۃُ لِلتَّقۡوٰی

অর্থঃ
(মুফতী তাকী উসমানী)
এবং নিজ পরিবারবর্গকে নামাযের আদেশ কর এবং নিজেও তাতে অবিচলিত থাক। আমি তোমার কাছে রিযক চাই না। রিযক তো আমিই দেব। আর শুভ পরিণাম তো তাকওয়ারই।
সূরা ত্বা-হা (আয়াত নং - ১৩২)
স্ত্রীকে ভালো কাজের আদেশ দিবে এবং খারাপ কাজে নিষেধ করবে একজন স্বামী।হায়েজ,নিফাস,ইস্তিহাজা ইত্যাদির মাসআলা-মাসাইল শিখাবেন।এগুলোর সময়সীমা,এই অবস্থায় কী কী করা যাবে,কী কী করা যাবে না,কী কী বিধান আছে,এই অবস্থায় হজ ওমরার বিধান ,পবিত্রতার বিধান,পানাহার,বস্ত্র,পর্দা,কথা, কাজ,নামাজ,রোজা,হজ,যাকাত ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দিবেন।স্বামী নিজেও এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানবেন।এরপর স্ত্রীকে শিক্ষা দিবেন।নিজে না জানলেও কোন ভালো আলেম এর কাছে নিয়ে গিয়েও শিক্ষা দিতে পারেন,এক্ষেত্রে অবশ্যই স্বামীকে সাথে যেতে হবে।তার কোন দোষ থাকলে তাকে শুধরানোর চেষ্টা করতে হবে।তাকে ভালো কাজের আদেশ করতে হবে এবং মন্দ কাজে নিষেধ করতে হবে।মোটকথা আল্লাহ তায়ালার আদেশ নিষেধ মানতে,জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পেতে স্ত্রীকে দ্বীন শিক্ষা দিবেন।উভয়েই জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার চেষ্টা করবেন।

বোঝাপড়া থাকতে হবেঃ

দাম্পত্যজীবনে পারস্পরিক বোঝাপড়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে সংসারের ভীত মজবুত হয়। বোঝাপড়া থাকলে কঠিন সমস্যাও কঠিন মনে হয় না। তা সহজ হয়ে যায়। এই বোঝাপড়া না থাকার জন্য অনেক পরিবার ভেঙ্গে যাচ্ছে।কেউ কেউ অন্য সম্পর্কে জড়াচ্ছে। বিয়ের প্রথমদিকে সম্পর্ক মজবুত থাকে কিন্তু দু-এক বছর যেতেই সংসারে অশান্তি হয়। এর অন্যতম কারনই হলো বোঝাপড়ার অভাব। দুজনের মাঝে স্বভাবগত বৈচিত্র্য থাকবেই। এটাই স্বাভাবিক। যদি দুজন দুজনকে বুঝতে পারে, সম্মানের সাথে একে অপরকে মেনে নেয় তাহলেই সকল অশান্তি দূর হবে। তখন দাম্পত্যজীবন আরও মধুর হবে। ভালোবাসা ও আন্তরিকতার নতুন সূর্য উদিত হবে।

আল্লাহর আনুগত্যে সাহায্য করাঃ

আল্লাহর আনুগত্যে মানবজীবনের সার্থকতা নিহিত। আল্লাহর আনুগত্য ব্যতীত একটি পরিবার ঠিক মুসলিম পরিবার হিসেবে গড়ে উঠতে পারে না, কামিয়াব হতেও পারবে না। স্বামী স্ত্রী এ বিষয়ে একে অপরকে সাহায্য করবে। এতে বরকত নাযিল হবে। উভয়ে আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া করবে। কত যে মধুর হবে সেই দৃশ্য। প্রশান্তিময় ও তৃপ্তিদায়ক। নবী (সঃ) স্ত্রীদের দ্বীনি তালিম দেওয়াতে কতটা আগ্রহী ছিলেন তা আমরা তার জীবনী থেকে জানতে পারি।

আবু হুরাইরাহ(রাঃ)হতে বর্ণিত,

তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

আল্লাহ এমন ব্যক্তির প্রতি দয়া করুন যে রাতে সজাগ হয়ে নিজে সলাত আদায় করে এবং তার স্ত্রীকেও সজাগ করে। স্ত্রী উঠতে না চাইলে সে তার মুখমণ্ডলে পানি ছিটায়। (আবু দাউদ:১৩০৮)

স্ত্রী কোন আমল করতে ভুলে গেলে স্বামী মনে করিয়ে দিবে আর স্বামী ভুলে গেলে স্ত্রী মনে করিয়ে দিবে। এভাবে ইবাদাতে একে অপরকে সহযোগিতা করবে।

আল্লাহ বলেন,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَہُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّہٗ حَیٰوۃً طَیِّبَۃً ۚ وَلَنَجْزِیَنَّہُمْ اَجْرَہُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ

অর্থঃ

(মুফতী তাকী উসমানী)

যে ব্যক্তিই মুমিন থাকা অবস্থায় সৎকর্ম করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন যাপন করাব এবং তাদেরকে তাদের উৎকৃষ্ট কর্ম অনুযায়ী তাদের প্রতিদান অবশ্যই প্রদান করব।

(আন নাহল:৯৭)

এভাবে সহযোগিতার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টিও অর্জন করা যাবে এবং ঘরে জান্নাতি পরিবেশ তৈরি হবে।

ভুল ত্রুটি ভুলে যাওয়াঃ

পুরুষ এবং নারী উভয়েরই দোষ ত্রুটি এড়িয়ে চলা উচিৎ। দুজনেই নির্জনে একাকী বসে সঙ্গীর ভালো গুনগুলো স্মরণ করলে আর অশান্তি সৃষ্টি হবে না। ভালোগুণগুলো স্মরণ করে ক্ষমা করা উচিৎ।

আল্লাহ বলেন,

وَلَا يَاۡتَلِ اُولُوا الۡفَضۡلِ مِنۡكُمۡ وَالسَّعَةِ اَنۡ يُّؤۡتُوۡۤا اُولِى الۡقُرۡبٰى وَالۡمَسٰكِيۡنَ وَالۡمُهٰجِرِيۡنَ فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ‌ۖ وَلۡيَـعۡفُوۡا وَلۡيَـصۡفَحُوۡا‌ؕ اَلَا تُحِبُّوۡنَ اَنۡ يَّغۡفِرَ اللّٰهُ لَـكُمۡ‌ؕ وَاللّٰهُ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ

অর্থঃ

(মুফতী তাকী উসমানী)

তোমাদের মধ্যে যারা সম্পদ ও স্বচ্ছলতার অধিকারী, তারা যেন এরূপ কসম না করে যে, আত্মীয়-স্বজন, অভাবগ্রস্ত ও আল্লাহর পথে হিজরতকারীদেরকে কিছু দেবে না। ১৪ তারা যেন ক্ষমা করে ও ঔদার্য প্রদর্শন করে। তোমরা কি কামনা কর না আল্লাহ তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করুন? আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা আন নূর (আয়াত নং - ২২)

আল্লাহ যেমন ক্ষমা চাইলে ক্ষমা করে দেন। তেমনি মানুষেরও ক্ষমা করে দেওয়া উচিৎ।

প্রাণের প্রিয় সঙ্গীঃ

আল্লাহ ও তাঁর রসুল(সঃ) এর পর একজন স্বামীর কাছে তার স্ত্রী হলো প্রিয় মানুষ। তেমনি একজন স্ত্রীর কাছে আল্লাহ ও তাঁর রসুল(সঃ) এর পর তার স্বামী প্রিয় মানুষ।একজন স্ত্রী তার স্বামীর জন্য শুধু শয্যাসঙ্গীই না, বরং তার সুখ, দুঃখ, হাসি-কান্না, সফলতা-ব্যর্থতা, ইচ্ছা অনিচ্ছা, সুস্থতা-অসুস্থতা সব অবস্থায় সঙ্গী। তেমনি একজন স্বামীও সব অবস্থাতেই একজন স্ত্রীর সঙ্গী। সেই স্ত্রী কতই না সৌভাগ্যবতী যে স্বামীর

চোখ দেখেই বুঝে যায় যে, স্বামীর ভেতর কী চলছে। স্বামী কষ্টে থাকলে তা নিজের উপর নিয়ে নেয় এবং স্বামীর প্রশান্তির ব্যবস্থা করে। স্বামীর প্রিয় না হতে পারলে এটা সম্ভব না। খাদিজা (রঃ) স্ত্রীদের জন্য আদর্শ। স্ত্রীদের তাঁর আদর্শ অনুসরণ করতে হবে।পুরুষের জীবনে মধুর জিনিস হলো সে যখন ঘরে প্রবেশ করে আর স্ত্রী তাকে উষ্ণ ও নির্মল অভ্যর্থনা জানায়। তার ফেরার জন্য স্ত্রী যখন অপেক্ষারত থাকে। সাহাবা কেরামের ঘর এজন্যই জান্নাতের বাগান ছিল। আর বর্তমানে আমাদের ঘরে অশান্তি আর অভিযোগ। এখন এ যুগে স্ত্রীরা এভাবে অপেক্ষারত থেকে নির্মল অভ্যর্থনা জানায় না। স্বামীর কোন খোঁজ রাখে না।

শ্বশুরবাড়ির লোকেদের সাথে আচরণঃ

শ্বশুরবাড়ির বড়দের শ্রদ্ধা সম্মান করতে হবে এবং ছোটদের আদর স্নেহ করতে হবে। শ্বশুর শাশুড়ির সেবা করতে হবে, তাদের সাথে কোমল আচরণ করতে হবে। তাদের আচরণে কষ্ট পেলে ধৈর্য ধরতে হবে। যদিও এটা স্বামীর দায়িত্ব তার বাবা মায়ের হক আদায় করা। তাই স্বামীকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে হবে। স্ত্রী যদি শ্বশুর-শাশুড়ির সাথে সমস্যা সৃষ্টি করে তাহলে স্বামীও সমস্যায় পড়ে। অনেক সময় সে বুঝতে পারে না যে কার মন কীভাবে রক্ষা করবে। অনেকসময় স্ত্রীকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে বাবা মায়ের বিরুদ্ধে যায়। ফলে সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সাথে স্ত্রীও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ গুনাহের কাজে যে ডাকে,গুনাহ করায় সেও গুনাহের বোঝা বহন করবে। পিতামাতার অবাধ্য হওয়া কবিরা গুনাহ্ যার ফলে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হতে হয়। তাই স্বামীকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে হবে, প্রয়োজনে শুধরাতে হবে।

আল্লাহ বলেন,

وَلَا تَسۡتَوِی الۡحَسَنَۃُ وَلَا السَّیِّئَۃُ ؕ اِدۡفَعۡ بِالَّتِیۡ ہِیَ اَحۡسَنُ فَاِذَا الَّذِیۡ بَیۡنَکَ وَبَیۡنَہٗ عَدَاوَۃٌ کَاَنَّہٗ وَلِیٌّ حَمِیۡمٌ

অর্থঃ

(মুফতী তাকী উসমানী)

ভালো ও মন্দ সমান হয় না। তুমি মন্দকে প্রতিহত কর এমন পন্থায়, যা হবে উৎকৃষ্ট। ফলে যার ও তোমার মধ্যে শত্রুতা ছিল, সে সহসাই হয়ে যাবে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু।

[হামিম আস সিজদাহ(ফুসসিলাত):৩৪]

তেমনি পুরুষেরও উচিৎ স্ত্রীর পরিবারের সবার সাথে ভালো ব্যবহার করা, বড়দের সম্মান করা, ছোটদের স্নেহ করা, নিয়মিত খোঁজখবর নেওয়া, তাদের কিছু লাগবে কিনা সেদিকে

খেয়াল রাখা, স্ত্রীকে মাঝে মাঝে নিয়ে গিয়ে ঘুরে আসা।স্ত্রীকে মাঝে মাঝে বাবার বাড়ি যেতে দেওয়া,তাদের অসুস্থতায় স্ত্রীকে তাদের সেবা করার সুযোগ করে দেওয়া।সাধ্যমতো তাদের আপ্যায়ন করা ইত্যাদি।এতে স্ত্রী স্বামীর প্রতি সন্তুষ্ট হয়।ভালোবাসা,শ্রদ্ধা বেড়ে যায়।সংসারে প্রশান্তি ও সন্তুষ্টি থাকে।

দাম্পত্যজীবনের সুরক্ষা ও রক্ষাকবচঃ

দাম্পত্যজীবনের সুখ স্থায়ী করতে চাইলে কিছু সুরক্ষা ও রক্ষাকবচ গ্রহণ করতে হবে। আর সেগুলো হলো দুআ-দুরুদ, তাসবি-তাহলিল ও যিকির - আযকার। এগুলো প্রতিদিন আমল করা জরুরী। ফলে বিপদাপদ, বদনজর, হিংসা ইত্যাদি থেকে রক্ষা পাওয়া যায় আল্লাহর রহমতে। অনেকে এই দুয়া- দুরুদ পড়তে জানে না। আবার অনেকে জানলেও আমল করে না। আমরা সবসময় আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় চাবো। অনেক সময় আমরা আমাদের পরিবারের সুখ ও উন্নতির কথা মানুষকে বলি। অনেকে এতে হিংসা করে, বদনজর দেয়। আর বদনজরতো সত্য। এজন্য বিভিন্ন আমলের মাধ্যমে আমরা পরিবারকে সুরক্ষিত রাখার চেষ্টা করব। যেমনঃ ঘরে প্রবেশের সময় সালাম দিয়ে বিসমিল্লাহ বলে প্রবেশ করব, বের হওয়ার সময় দুয়া পড়ব।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

যখন কোন ব্যক্তি তার ঘর হতে বের হওয়ার সময় বলবেঃ

“বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু ‘আলাল্লাহ, ওয়া লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ”- তখন তাকে বলা হয়, তুমি হেদায়েত প্রাপ্ত হয়েছো, রক্ষা পেয়েছো ও নিরাপত্তা লাভ করেছো। সুতরাং শয়তানরা তার থেকে দূর হয়ে যায় এবং অন্য এক শয়তান বলে, তুমি ঐ ব্যক্তিকে কি করতে পারবে যাকে পথ দেখানো হয়েছে, নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে এবং রক্ষা করা হয়েছে!

(আবু দাউদ:৫০৯৫)

পরিবারকে সুরক্ষিত রাখতে অবশ্যই প্রতি নামাজের শেষে আয়াতুল কুরসি, সুরা ইখলাস, ফালাক, নাস পড়া, ঘুমের আগেও পড়া, যিকির করতে করতে ঘুমানো, অযু অবস্থায় থাকা, সুরা বাকারাহ পড়ে বাড়ি ঘরে ফুঁ দেওয়া ইত্যাদি আমল করব।তাহলে আমরা মানুষের বদনজর ও জিন শয়তানের হাত থেকে নিরাপদ থাকতে পারবো ইনশাআল্লাহ। এছাড়াও দান সদকা করা জরুরী। যা বিপদাপদ দূর করে।

উপসংহারঃ

দাম্পত্যজীবন খুবই মধুর জীবন।এই সম্পর্কের ভিত্তি যত মজবুত হবে, অন্যান্য সম্পর্কও তত মজবুত হবে। এই সম্পর্ককে সুখময়, আনন্দময় ও সাফল্যমণ্ডিত করতে ইসলামী শরীয়ত অনেক উপায় ও বিধিবিধান বলে দিয়েছে। এই সম্পর্ককে বিশুদ্ধ ও পরিশীলিত করতে আমরা আমাদের প্রিয় নবী(সঃ) এর জীবনাদর্শ অনুসরণ করব। অজ্ঞতার কারনে আজ ঘরে ঘরে দাম্পত্যজীবনে নানা সমস্যা ও জটিলতা তৈরি হচ্ছে। এই অজ্ঞতা দূর করতে হবে। এজন্য ইসলামী শরীয়ত সম্পর্কে জানতে হবে,পড়ালেখা করতে হবে।দাম্পত্যজীবন নিয়ে ইসলাম কী কী বলছে তা জানতে হবে এবং মানতে হবে। তাহলে দাম্পত্য কলহ ও নানা জটিলতা দূর হবে এবং জীবন আনন্দময় ও প্রশান্তিময় হয়ে উঠবে।

আল্লাহ বলেন,

وَمِنۡ اٰیٰتِہٖۤ اَنۡ خَلَقَ لَکُمۡ مِّنۡ اَنۡفُسِکُمۡ اَزۡوَاجًا لِّتَسۡکُنُوۡۤا اِلَیۡہَا وَجَعَلَ بَیۡنَکُمۡ مَّوَدَّۃً وَّرَحۡمَۃً ؕ اِنَّ فِیۡ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوۡمٍ یَّتَفَکَّرُوۡنَ

অর্থঃআর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে অন্যতম হলো, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য সঙ্গী জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং যাতে তোমরা তাদের নিকট প্রশান্তি লাভ করো এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।

(সুরা: ৩০ রুম, আয়াত: ২১)

স্বামী স্ত্রী একে অপরের কাছে থেকে প্রশান্তি লাভ করে যা আল্লাহর দেওয়া বড় নিয়ামত।সবাই সুখী হতে চায়, কিন্তু অনেকেই জানে না প্রকৃত সুখ কোথায়?অনেকেই ভাবে শুধু টাকা পয়সা, শিক্ষা দীক্ষা, ধন সম্পদ, সন্তান সন্ততি ইত্যাদি মানুষকে সুখী করে। কিন্তু আসলেই তা না। প্রকৃত সুখ তো আল্লাহর সন্তুষ্টিতে, আল্লাহর রহমত ও বরকতে পূর্ণ দাম্পত্যজীবনে। আর সুখী দাম্পত্যজীবন তখনই পাওয়া যাবে যখন স্বামী স্ত্রী উভয়েই দ্বীনের পথে চলবে, সংসারে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করবে। ভালোবাসার ঘর বাধার জন্য স্বামী স্ত্রী উভয়কেই উত্তম গুনে গুনান্বিত হতে হবে।ত্যাগ করতে হবে সকল খারাপ অভ্যাস,খারাপ স্বভাব, খারাপ আচরণ। সমস্ত অহংকার, ইগো, রাগ, ক্ষোভ, দোষচর্চা ইত্যাদি মন্দ স্বভাব ঝেড়ে ফেলতে হবে। কারণ এগুলো সম্পর্কের অবনতি ঘটায়। এগুলো যারা ঝেড়ে ফেলতে পারবে এবং আল্লাহ ও নবি মুহাম্মাদ(সঃ) এর দেখানো পথে যারা চলতে পারবে তারাই ভোগ করতে পারবে দাম্পত্যজীবনের সুখ আর প্রশান্তি। আর তারা

ইহকাল ও পরকালে পাবে বিরাট প্রতিদান।এ পর্যন্ত যা কিছু আলোচনা করা হয়েছে তা যদি সকল স্বামী স্ত্রী মেনে চলেন তবে তারা সৎ, ন্যায়বান,নেক এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দা হওয়ার যোগ্যতা রাখেন।আর তাদের ঘরও হবে সুখময়, তাদের ঘরে থাকবে শান্তি আর সন্তুষ্টি। স্ত্রী যদি সকল বিষয়ে তার স্বামীর সাথে পরামর্শ করে, মতামত গ্রহণ করে তাহলে সেই ঘর হবে শান্তিময়।আবার স্বামী যদি তার স্ত্রীর সাথে কোন বিষয়ে পরামর্শ করে,তার মতামত গ্রহণ করে যদি তা সঠিক হয় তাহলে স্ত্রীও খুশি হবে,আল্লাহ তায়ালাও সন্তুষ্ট হবেন।আর দাম্পত্যজীবনে আসবে সুখ।আর সুখ কে বা না চায়?মানুষ সুখ চায় কিন্তু সুখের ঠিকানা খুঁজে না।তালাশ করতে চায় না।তালাশ করলে অবশ্যই সুখের সন্ধান পাবে।আর তা আছে একমাত্র ইসলামে।ইসলাম শিখিয়েছে কীভাবে সুখের সন্ধান পাওয়া যায়!স্বামী স্ত্রী যদি একে অপরের সাথে ভালো ব্যবহার করে,দোষগুলো এড়িয়ে চলে এবং উত্তম পথে শুধরানোর চেষ্টা করে,একজন আরেকজনকে দ্বীনের ব্যাপারে সাহায্য সহযোগিতা করে তাহলে তাদের ঘরের পরিবেশ হবে সতেজ ও প্রাণবন্ত।ঘরে ঘরে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।আর ঘরে দ্বীনি পরিবেশ তৈরি করা তো সৌভাগ্যের বিষয়।স্বামী স্ত্রী উভয়ে দ্বীনদার হলে আর নেক কাজ করলে সেই সংসারকে সুখী করার দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালা নিজে নেন।আর দায়িত্ব যখন আল্লাহ তায়ালার তখন সুখ আসতে আর বাধা কোথায়?আর তখন কোন কিছুর চিন্তাও করতে হবে না তাদের। আল্লাহ তায়ালা আমাদের দাম্পত্যজীবনকে সুখী, সমৃদ্ধ, প্রশান্তিময়, কল্যাণময় ও বরকতময় করুন যেখানে আল্লাহ তায়ালার রহমত, বরকত ও সন্তুষ্টি থাকবে। আমিন।

যেসব কিছুর সাহায্য নেওয়া হয়েছেঃ

১.স্বপ্ন সুখের সংসার
(শায়খ সুলাইমান আর রুহাইলি)

২. দুজনার পাঠশালা
(শাইখ আদেল ফাতহি আব্দুল্লাহ
ড.হাসসান শামসি পাশা
শাইখ ইবরাহিম দাবিশ)

৩.কুরআন হাদিসের আলোকে পারিবারিক জীবন

[আশরাফ আলী থানভী (র)]

৪.আদর্শ দাম্পত্যজীবন
(মূল-মাওলানা তকী উসমানী
অনুবাদ-মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন)

৫.প্রেমময় দাম্পত্যজীবন
নিয়ম,কৌশল,পরামর্শ
(উস্তায হাসসান শামসি পাশা)

৬.ইন্টারনেট
(গুগল, বিভিন্ন ইসলামিক পত্রিকা,ওয়েবসাইট,স্ট্যাটাস ইত্যাদি)